قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ

৮৮। ক্বা-লাল্ মালাউল্ লাযীনাস্ তাক্বারূ মিন্ ক্বাওমিহী লানুখ্রিজ্বান্নাকা ইয়া-শু'আইবু ওয়াল্ লাযীনা

(৮৮) তার সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতৃবৃন্দ বলল, হে শোয়ায়েব! তোমাকে এবং যারা তোমার সাথে ঈমান এনেছে তাদেরকে,

آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ۝

আ-মানূ মা'আকা মিন্ ক্বার্ইয়াতিনা-আও লাতা'উদুন্না ফী মিল্লাতিনা- ; ক্বা-লা আওয়ালাও কুন্না- কা-রিহীন।

আমাদের জনপদ থেকে বের করবই। অন্যথা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। সে বলল, আমরা তা ঘৃণা করলেও তোমাদের ধর্মে কি ফিরে আসব?

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا ۚ

৮৯। ক্বাদিফ্ তারাইনা- 'আলাল্লা-হি কাযিবান ইন্ 'উদ্না-ফী মিল্লাতিকুম্ বা'দা ইয্ নাজ্জা-নাল্লা-হু মিন্হা- ;

(৮৯) নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপকারী হব, যদি তোমাদের ধর্মে আমরা ফিরে যাই, আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে উদ্ধার

وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ

ওয়া মা- ইয়াকূনু লানা ~আন্ না'উদা ফীহা~ইল্লা ~আই ইয়াশা —আল্লা-হু রাব্বুনা -; ওয়াসি'আ রাব্বুনা- কুল্লা

করার পর আর আমাদের জন্য সম্ভব নয় যে, এ ধর্মে ফিরে যাব, কিন্তু আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন। সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ব,

شَيْءٍ عِلْمًا ۗ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ

শাইয়িন্ 'ইল্মা- ; 'আলাল্লা-হি তাওয়াক্কালনা-; রাব্বানাফ্তাহ্ বাইনানা- ওয়া বাইনা ক্বাওমিনা- বিল্হাক্বি ওয়া আন্তা

আমরা ভরসা করি একমাত্র আল্লাহরই উপর, হে আমাদের প্রতিপালক! ফয়সালা করে দিন আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে ন্যায়ভাবে এবং আপনি

خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۝ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ

খাইরুল্ ফা-তিহীন। ৯০। ওয়া ক্বা-লাল্ মালাউল্ লাযীনা কাফারূ মিন্ ক্বাওমিহী লাইনিত্ তাবা'তুম

উত্তম ফয়সালাকারী। (৯০) তার সম্প্রদায়ের কাফির নেতৃবৃন্দ বলল, তোমরা যদি শোয়ায়েবের পথে চল, তবে

شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ۝ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ

শু'আইবান ইন্নাকুম ইযাল্ লাখা-সিরূন। ৯১। ফাআখাযাত্ হুমুর্ রাজ্ফাতু ফাআস্বাহূ ফী দা-রিহিম

তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৯১) অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে ধরল, সুতরাং সকালবেলা পড়ে রইল তারা নিজ গৃহে উপুড়

جَاثِمِينَ ۝ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا

জা-ছিমীন। ৯২। আল্লাযীনা কায্যাবূ শু'আইবান্ কাআল্লাম ইয়াগ্নাও ফীহা-, আল্লাযীনা কায্যাবূ

অবস্থায়। (৯২) যারা শোয়ায়েবকে মিথ্যাবাদী বলেছিল মনে হলো যেন সেখানে তারা কোন দিনই বসবাস করেনি। আর যারা মিথ্যাবাদী

○ টীকা (আঃ ৮৮) ঃ শোয়ায়েব (আ)-এর গোত্রও ঈমান আনয়নের পূর্বে কাফিরদের ধর্মই পালন করত। কিন্তু হযরত শোয়ায়েব (আ) কখনো কুফরী করেন নি। নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে শোয়ায়েব (আ)কাফিরদের বিধর্মাচরণে বাধাও দেন নি, এ কারণে কাফিররা মনে করত, শোয়ায়েব (আ)-ও তাদের ধর্মেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। এ ধারণার বশেই কাফিররা তাঁকে বলেছিল, "তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে না আসলে তোমাদেরকে দেশ হতে বের করে দিব।" (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৯০) ঃ শোয়ায়েব (আ)-এর কথা অনুযায়ী নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করলে সত্য ধর্মই ত্যাগ করা হবে। কেননা, আমাদের ধর্মই সত্য, এতদ্ব্যতীত তাঁর ধর্ম মানতে গেলে মাপে কম দেয়া ও বেশী নেয়া চলবে না। এতে আমাদের আর্থিক ক্ষতিও হবে। ফলকথা, শোয়ায়েব (আ)-এর ধর্ম গ্রহণ করলে, আমাদের ধর্মীয় ও আর্থিক উভয় দিকের ক্ষতিই হবে। (বঃ কোঃ)

شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٢﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ

শু'আইবান্ কা-নূ হুমুল খা-সিরীন। ৯৩। ফাতাওয়াল্লা- 'আন্হুম ওয়া ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমি লাক্বাদ্ আব্লাগ্তুকুম

বলেছিল শোয়ায়েবকে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। (৯৩) তখন শোয়ায়েব তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে

رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٩٣﴾ وَمَا اَرْسَلْنَا ১১ ع ১ রুকূ

রিসা-লা-তি রাব্বী ওয়া নাস্বাহ্তু লাকুম, ফাকাইফা আ-সা- 'আলা- ক্বাওমিন্ কা-ফিরীন। ৯৪। ওয়ামা~আর্সাল্না-

পৌঁছিয়ে দিয়েছি আমার প্রতিপালকের বাণী এবং আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছি, এরপর আমি সে কাফির সম্প্রদায়ের জন্য কি করে দুঃখ করবো? (৯৪) আমি কোন

فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ۝

ফী ক্বার্ইয়াতিম্ মিন্ নাবিইয়্যিন ইল্লা~আখায্না~ আহ্লাহা- বিল্ বা'সা—ই ওয়াদ্ব দ্বাররা—ই লা'আল্লাহুম ইয়াদ্ব দ্বাররা'উন।

জনপদে কোন নবী (এমনাবস্থায়) প্রেরণ করিনি যে, সেখানকার অধিবাসীগণকে আমি দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্য তার মধ্যে পাকড়াও করিনি। যাতে তারা অনুনয় করে।

﴿٩٤﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ

৯৫। ছুম্মা বাদ্দাল্না- মাকা-নাস্ সাইয়্যিআতিল হ্বাসানাতা হাত্তা- 'আফাও ওয়া ক্বা-লূ ক্বাদ্ মাস্সা আ-বা—আনাদ্ব দ্বাররা—উ

(৯৫) অতঃপর আমি পরিবর্তন করেছি খারাপ অবস্থাটাকে ভাল অবস্থা দ্বারা। এমনকি তারা অনেক প্রাচুর্যময় হলো এবং বলতে লাগল, আমাদের পিতৃ পুরুষেরাও তো কষ্ট

وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩٥﴾ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا

ওয়াস্ সাররা—উ ফাআখায্না-হুম্ বাগ্তাতাওঁ ওয়াহুম লা-ইয়াশ্'উরূন। ৯৬। ওয়া লাও আন্না আহ্লাল কুরা~আ-মানূ

ও আনন্দের সম্মুখীন হয়েছিল। তখন আমি তাদেরকে অকস্মাৎ পাকড়াও করি, যে, তাদের কোন খবরই ছিল না। (৯৬) যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং

وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ

ওয়াত্তাক্বাও লাফাতাহ্না- 'আলাইহিম্ বারাকা-তিম্ মিনাস্ সামা—ই ওয়াল্ আরদ্বি ওয়ালা-কিন্ কায্যাবূ ফাআখায্না-হুম

পরহেজগারী অবলম্বন করত, তবে তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতাম আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ। কিন্তু তারা মিথ্যা বলেছিল, তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি

بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٦﴾ اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ

বিমা- কা-নূ ইয়াক্সিবূন। ৯৭। আফা আমিনা আহ্লুল কুরা~আই ইয়া'তিইয়াহুম্ বা'সুনা- বাইয়া-তাওঁ ওয়া হুম

তাদেরকে গ্রেপ্তার করেছি। (৯৭) তবে কি সে জনপদের অধিবাসীরা এ ব্যাপারে চিন্তামুক্ত যে, আমার শাস্তি রাতের বেলা তাদের উপর এসে পড়বে, যখন তারা নিদ্রায় বিভোর

نَآئِمُوْنَ ﴿٩٧﴾ اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۝

না—ইমূন। ৯৮। আওয়া আমিনা আহ্লুল কুরা~আই ইয়া'তিইয়াহুম্ বা'সুনা-দুহাওঁ ওয়া হুম ইয়াল্'আবূন।

থাকবে। (৯৮) বা সে জনপদের অধিবাসীরা এ ব্যাপারে চিন্তামুক্ত হয়ে গেছে যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে দিবসের প্রথমভাগে যখন তারা খেলাধুলায় লিপ্ত থাকবে।

﴿٩٨﴾ اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩٩﴾ اَوَلَمْ يَهْدِ ১২ ع ২ রুকূ

৯৯। আফাআমিনূ মাক্রাল্লা-হ্, ফালা- ইয়া'মানু মাক্রাল্লা-হি ইল্লাল ক্বাওমুল্ খা-সিরূন। ১০০। আওয়া লাম ইয়াহ্দি

(৯৯) তারা কি আল্লাহর কৌশল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? কেউ নিশ্চিন্ত হতে পারে না আল্লাহর কৌশল-হতে, ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত। (১০০) যারা পৃথিবীর

لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَاۤ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ

লিল্লাযীনা ইয়ারিছূনাল্ আর্‌দ্বা মিম্ বা'দি আহ্‌লিহা~আল্ লাও নাশা—উ আস্বাব্‌না-হুম্ বিযুনূবিহিম,
উত্তরাধিকারীত্ব লাভ করেছে এ অধিবাসীদের পর, (উক্ত ঘটনা) তাদেরকে কি (এ) শিক্ষা দেয় নি যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন, তাদের

وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝١٠١ تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ

ওয়া নাত্ববা'উ 'আলা- ক্বুলূবিহিম ফাহুম লা ইয়াস্‌মা'উন। ১০১। তিল্‌কাল্ ক্বুরা- নাক্বুস্বস্বু 'আলাইকা মিন্
পাপের কারণে। তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেব, ফলে তারা শুনতে পাবে না। (১০১) সেসব জনপদের কিছু কিছু কাহিনী আপনার নিকট

اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا

আম্‌বা—ইহা-, ওয়া লাক্বাদ্ জ্বা—আত্‌হুম রুসুলুহুম্ বিল্ বাইয়্যিনা-ত, ফামা- কা-নূ লিইউ'মিনূ বিমা- কায্‌যাবূ
বর্ণনা করছি, আর তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিলেন, কিন্তু যেগুলোকে তারা প্রথমে মিথ্যা বলেছিল, (পরে) তাতে ঈমান আনার লোক

مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ۝١٠٢ وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ

মিন্ ক্বাবল ; কাযা-লিকা ইয়াত্ববা'উল্লা-হু 'আলা- ক্বুলূবিল কা-ফিরীন। ১০২। ওয়ামা- ওয়াজ্বাদ্‌না- লিআক্‌ছারিহিম্
ছিল না। এরূপে আল্লাহ কাফিরদের অন্তরে মোহর মেরে দেন। (১০২) আর আমি তাদের অনেককেই প্রতিশ্রুতি

مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَّجَدْنَاۤ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ۝١٠٣ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى

মিন্ 'আহ্‌দ, ওয়া ইওঁ ওয়া জ্বাদ্‌না~আক্‌ছারাহুম লাফা-সিক্বীন। ১০৩। ছুম্মা বা'আছ্‌না- মিম্ বা'দিহিম্ মূসা-
রক্ষাকারীরূপে পাইনি, বরং তাদের অনেককেই পাপাচারী পেয়েছি। (১০৩) অতঃপর তাদের পর আমি মূসাকে আমার

بِاٰيٰتِنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

বি-আ-ইয়া-তিনা~ইলা- ফির'আওনা ওয়া মালা-ইহী ফায্বালামূ বিহা-, ফান্‌যুর কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল
নিদর্শনসহ ফিরআউন ও তার পরিষদ নেতৃবৃন্দের কাছে প্রেরণ করলাম। কিন্তু তারা তার প্রতি অবিচার করেছে। সুতরাং দেখুন পাপিষ্ঠদের

الْمُفْسِدِيْنَ ۝١٠٤ وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

মুফ্‌সিদীন। ১০৪। ওয়া ক্বা-লা মূসা ইয়া-ফির'আওনু ইন্নী রাসূলুম্ মির্ রাব্বিল 'আ-লামীন।
পরিণাম কি হয়েছে? (১০৪) আর মূসা বললেন, হে ফিরআউন! নিশ্চয়ই আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রেরিত।

۝١٠٥ حَقِيْقٌ عَلٰۤى اَنْ لَّاۤ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ

১০৫। হাক্বীকুন 'আলা~আল্ লা~আকূলা 'আলাল্লা-হি ইল্লাল হাক্বক্ব, ক্বাদ্ জ্বি'তুকুম্ বিবাইয়্যিনাতিম মির্
(১০৫) আমি এর উপর সুদৃঢ় যে, আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া কিছুই বলব না। আমি তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি তোমাদের

✪ টীকা (আঃ ১০২) ঃ 'অঙ্গীকার' বলতে এ উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠ হতে তাঁর সমস্ত সন্তানগণকে বের করে তাদের হতে ওয়াদা নিয়েছেন, "আমি কি তোমাদের রব্ব নই?" সকলে সমস্বরে উত্তর করেছিল, 'হ্যাঁ'। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এই ওয়াদা পূর্ণ করে নেই। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ১০৩) ঃ 'ফিরাউন' শব্দের অর্থ হচ্ছে ঃ সৌর বংশ-সূর্যদেবের বংশধর। প্রাচীন মিশরবাসীদের কাছে সূর্য ছিল 'রব্বে আ'লা' বা মহাদেবতা, আর তারা সূর্যকে 'রা' বলতো। এই 'রা' থেকে 'ফিরাউন' শব্দ উদ্ভূত। 'ফিরাউন' কোন এক ব্যক্তি বিশেষের নাম ছিল না। মিশরের বাদশাহদের উপাধি ছিল ফিরাউন। যেমন রুশ সম্রাটগণের উপাধি ছিল 'যার' ও পারস্য সম্রাটদের উপাধি ছিল 'খসরু'।

رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ﴿١٠٥﴾ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِـَٔايَةٍ فَأْتِ

রাব্বিকুম ফাআর্সিল মা'ইয়া বানী ~ইস্‌রা—ঈল। ১০৬। ক্বা-লা ইন্ কুন্তা জ্বি'তা বিআ-ইয়াতিন্ ফা'তি

প্রতিপালকের তরফ থেকে। সুতরাং আমার সাথে বনী ইসরাইলকে প্রেরণ কর। (১০৬) ফিরআউন বলল, যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাক তবে তা

بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١٠٦﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾

বিহা~ইন্ কুন্তা মিনাস্ব স্বা-দ্বিক্বীন। ১০৭। ফাআল্‌ক্বা- 'আস্বা-হু ফাইযা- হিয়া ছু'বা-নুম্ মুবীন।

উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (১০৭) অতঃপর তিনি তাঁর লাঠি খানা ফেলে দিলেন, সাথে সাথে সেটি একটি প্রকাশ্য অজগর হয়ে গেল।

وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّٰظِرِينَ ﴿١٠٨﴾ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ ১৩ ع ৩ রুকূ

১০৮। ওয়া নাযা'আ ইয়াদাহূ ফাইযা- হিয়া বাইদ্বা—উ লিন্না-যিরীন। ১০৯। ক্বা-লাল্ মালাউ মিন্ ক্বাওমি ফির'আওনা

(১০৮) আর তিনি তাঁর হাত বের করলেন, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের সামনে সাদা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হল। (১০৯) ফিরআউন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বলল,

إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾

ইন্না হা-যা- লাসা-হিরুন্ 'আলীম। ১১০। ইউরীদু আইঁ ইউখ্‌রিজ্বাকুম্ মিন্ আর্দ্বিকুম, ফামা- যা- তা'মুরূন।

নিশ্চয়ই এ লোকটি পটু যাদুকর। (১১০) সে চায়, তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বের করে দিতে, সুতরাং তোমরা এখন কি পরামর্শ দাও?

قَالُوٓا۟ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ ﴿١١١﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ

১১১। ক্বা-লূ~আর্জ্বিহ্ ওয়া আখা-হু ওয়া আর্সিল্ ফিল্ মাদা—ইনি হা-শিরীন। ১১২। ইয়া'তূকা বিকুল্লি

(১১১) তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিছু সুযোগ দাও এবং শহরে হরকরাদেরকে প্রেরণ কর। (১১২) যেন তারা সকল পটু যাদুকরদেরকে

سَٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا۟ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ

সা-হিরীন 'আলীম। ১১৩। ওয়া জ্বা—আস্ সাহারাতু ফির'আওনা ক্বা-লূ~ইন্না লানা- লাআজ্বরান ইন্ কুন্না- নাহ্নুল

তোমার কাছে উপস্থিত করে। (১১৩) যাদুকরেরা ফিরআউনের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে আমাদের কি উপহার

ٱلْغَٰلِبِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾ قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن

গা-লিবীন। ১১৪। ক্বা-লা না'আম ওয়া ইন্নাকুম লামিনাল মুক্বার্‌রাবীন্। ১১৫। ক্বা-লূ ইয়া-মূসা~ইম্মা~আন্

মিলবে? (১১৪) ফিরআউন বলল, হ্যাঁ (মিলবে) তোমরা নিকটতম লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (১১৫) তারা বলল, হে মূসা! তুমি কি

تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾ قَالَ أَلْقُوا۟ فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ سَحَرُوٓا۟

তুল্‌ক্বিয়া ওয়া ইম্মা~আন্ নাকূনা নাহ্নুল মুল্‌ক্বীন্। ১১৬। ক্বা-লা আল্‌ক্বূ, ফালাম্মা~আল্‌ক্বাও সাহারূ~

নিক্ষেপ করবে, না আমরা নিক্ষেপ করব? (১১৬) মূসা বলল, তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন তারা (রশি ও লাঠি) নিক্ষেপ করল, তখন তারা লোকের

أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ

আ'ইয়ুনান্ না-সি ওয়াস্‌তার্‌হাবূহুম ওয়া জ্বা—উ বিসিহ্‌রিন 'আযীম। ১১৭। ওয়া আওহাইনা~ইলা-

চোখে যাদু লাগিয়ে দিল এবং তাদেরকে আতংকগ্রস্ত করে তুলল এবং এক বড় ধরনের যাদু প্রদর্শন করল। (১১৭) এবং মূসাকে ওহীর মাধ্যমে আমি নির্দেশ দিলাম

موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون ﴿١١٨﴾ فوقع الحق

মূসা~আন্ আল্‌ক্বি 'আস্বা-ক, ফাইযা- হিয়া তাল্‌ক্বাফু মা-ইয়া'ফিকূন। ১১৮। ফাওয়াক্বা'আল্ হাক্বকু

যে, তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর, (নিক্ষেপ করার সাথে সাথে) তা (ভয়ানক সাপের রূপ ধরে) তাদের কৃত্রিম বানানো যাদুগুলো খেতে শুরু করল। (১১৮) ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত

وبطل ما كانوا يعملون ﴿١١٩﴾ فغلبوا هنالك وانقلبوا صغرين ﴿١٢٠﴾ والقي

ওয়া বাত্বালা মা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ১১৯। ফাগুলিবূ হুনা-লিকা ওয়ানক্বালাবূ স্বা-গিরীন। ১২০। ওয়া উল্‌ক্বিয়াস্

হল এবং তারা যা করছিল তা বাতিল প্রমাণিত হল। (১১৯) তারা তথায় পরাজিত হল এবং খুবই অপমানিত হয়ে ফিরে গেল। (১২০) এবং যাদুকরগণ

السحرة سجدين ﴿١٢١﴾ قالوا امنا برب العلمين ﴿١٢٢﴾ رب موسى وهرون ۝

সাহ্বারাতু সা-জ্বিদীন। ১২১। ক্বা-লূ~আ-মান্না- বিরাব্বিল 'আ-লামীন। ১২২। রাব্বি মূসা- ওয়া হা-রূন।

সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। (১২১) তারা বলতে লাগল, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের উপর আমরা ঈমান আনলাম। (১২২) যিনি মূসা ও হারুনেরও প্রতিপালক,

﴿١٢٣﴾ قال فرعون امنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه

১২৩। ক্বা-লা ফির'আওনু আ-মান্তুম্ বিহী ক্বাব্‌লা আন্ আ-যানা লাকুম, ইন্না হা-যা- লামাক্‌রুম্ মাকার্‌তুমূহু

(১২৩) ফিরআউন বলল, তোমরা মূসার প্রতি ঈমান আনলে আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই? নিশ্চয়ই এটা ছিল তোমাদের চক্রান্ত। যে চক্রান্ত তোমরা করেছ

في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون ﴿١٢٤﴾ لاقطعن ايديكم

ফিল্ মাদীনাতি লিতুখ্‌রিজু মিন্‌হা~আহ্‌লাহা-, ফাসাওফা তা'লামূন। ১২৪। লাউক্বাত্ত্বি'আন্না আইদিয়াকুম

শহরের মধ্যে, যাতে এ শহরের অধিবাসীগণকে এ শহর থেকে বের করে দিতে পার। অতিশীঘ্রই (এর পরিণতি) তোমরা জানবে। (১২৪) আমি অবশ্যই কর্তন করব তোমাদের

وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين ﴿١٢٥﴾ قالوا انا الى

ওয়া আর্‌জুলাকুম্ মিন্ খিলা-ফিন্ ছুম্মা লাউস্বাল্লিবান্নাকুম আজ্‌মা'ঈন। ১২৫। ক্বা-লূ~ইন্না~ইলা-

হাত ও তোমাদের পা, বিপরীত দিক থেকে। অতঃপর তোমাদের সকলকে অবশ্যই শূলিতে লটকাব। (১২৫) তারা বলল, আমরা (মৃত্যুর পর) আমাদের প্রতিপালকের

ربنا منقلبون ﴿١٢٦﴾ وما تنقم منا الا ان امنا بايت ربنا لما جاءتنا

রাব্বিনা-মুন্‌ক্বালিবূন। ১২৬। ওয়ামা- তান্‌ক্বিমু মিন্না~ইল্লা~আন্ আ-মান্না- বিআ-ইয়া-তি রাব্বিনা- লাম্মা- জ্বা—আত্‌না-;

নিকটই প্রত্যাবর্তন করব। (১২৬) তুমি আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হচ্ছ শুধু এজন্য যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনে ঈমান এনেছি যখন তা আমাদের কাছে এসেছে।

১৪ ع ১৮ ৪ রুকূ

ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ﴿١٢٧﴾ وقال الملا من قوم فرعون

রাব্বানা~আফ্‌রিগ্ 'আলাইনা- স্বাব্‌রাওঁ ওয়াতাওয়াফ্‌ফানা- মুস্‌লিমীন। ১২৭। ওয়া ক্বা-লাল্ মালাউ মিন্ ক্বাওমি ফির'আওনা

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দিন এবং আমাদের মৃত্যু ঘটান মুসলমান অবস্থায়। (১২৭) ফিরআউনের সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বলল, আপনি কি

○ বিশ্লেষণ (আঃ ১২৭) : ويذرك و الهتك : তোমাকে ও তোমার উপাস্যকদেরকে (মূসা) বর্জন করবে। অর্থাৎ ফিরআউন নিজেকে বড়খোদা দাবী করত। সে বলত انا ربكم الاعلى (আমি তোমাদের বড় রব)। এছাড়াও তার আরো কিছু ছোট ছোট উপাস্য ছিল। যাদের (পূজার) মাধ্যমে ফিরআউনের নৈকট্য অর্জন করা হতো। এখানে الهتك দ্বারা সে উপাস্য গুলোকেই বুঝানো হয়েছে। ○ টীকা (আঃ ১২৭) : "ছেলেদেরকে হত্যা করা এবং [illegible] জীবিত রাখার" কু-প্রথা একেবারে হযরত মূসার জন্মগ্রহণ কালে চলেছিল। তারপর কিছুদিন যাবৎ পাষণ্ড ফেরাউন এই মর্মন্তুদ প্রথা বন্ধ [illegible] গণ ঈমান আনায় ফেরাউন পুনর্বার সেই পাষণ্ডতা শুরু করে। প্রথমবারের পাষণ্ডতা ছিল বানী-ইসরাইলের শক্তি হ্রাসের উদ্দেশ্যে।

أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ

আতাযারু মূসা- ওয়া ক্বাওমাহূ লিইউফ্‌সিদূ ফিল্ আরদ্বি ওয়া ইয়াযারাকা ওয়া আ-লিহাতাক ; ক্বা-লা
মূসা ও তার সম্প্রদায়কে এমন অবস্থায় ছেড়ে দিবেন যে, তারা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যকদেরকে পরিত্যাগ করবে? সে বলল,

سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٨﴾ قَالَ

সানুক্বাত্তিলু আব্‌না—আহুম ওয়া নাস্‌তাহ্য়ী নিসা—আহুম, ওয়া ইন্না- ফাওক্বাহুম ক্বা-হিরূন। ১২৮। ক্বা-লা
আমরা শীঘ্রই তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং তাদের কন্যাদেরকে জীবিত রাখব আর নিশ্চয়ই আমরা তাদের উপর প্রভাবশালী। (১২৮) মূসা তাঁর

مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا

মূসা- লিক্বাওমিহিস্ তা'ঈনূ বিল্লা-হি ওয়াস্‌বিরূ, ইন্নাল আর্‌দ্বা লিল্লা-হি ইউরিছুহা-
সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা আল্লাহর সাহায্য কামনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। এ পৃথিবী একমাত্র আল্লাহরই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٩﴾ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ

মাইঁ ইয়াশা—উ মিন্ 'ইবা-দিহ ; ওয়াল্ 'আ-ক্বিবাতু লিল মুত্তাক্বীন। ১২৯। ক্বা-লূ~উযীনা-মিন্ ক্বাব্‌লি
যাকে ইচ্ছা তাকে তার উত্তরাধিকারী করেন। শুভ পরিণতি তো খোদা-ভীরুদের জন্য (১২৯) তারা বলল, আমরাতো তোমার আসার পূর্বেও

أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ

আন্ তা'তিইয়ানা- ওয়া মিম্ বা'দি মা-জি'তানা- ; ক্বা-লা 'আসা- রাব্বুকুম আইঁ ইউহ্‌লিকা 'আদুওওয়াকুম
নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমার আসার পরেও; মূসা বললেন, শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করবেন

وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٣٠﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ ১৫ ع ৫ রুকূ

ওয়া ইয়াস্ তাখ্‌লিফাকুম ফিল আরদ্বি ফাইয়ানয়ুরা কাইফা তা'মালূন। ১৩০। ওয়া লাক্বাদ আখায্‌না~আ-লা
এবং তাদের স্থলে তোমাদেরকে এ পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতঃপর তোমাদের আমলসমূহ দেখবেন। (১৩০) আমি পাকড়াও করেছি

فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣١﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ

ফির'আওনা বিস্ সিনীনা ওয়া নাক্বস্বিম্ মিনাছ্ ছামারা-তি লা'আল্লাহুম ইয়ায্‌যাক্কারূন। ১৩১। ফাইযা- জা—আত্‌হুমুল
ফিরআউনের লোকদেরকে দুর্ভিক্ষ দিয়ে ও ফল-ফসলাদীর উৎপাদন হ্রাস করে, যাতে তারা বুঝতে পারে। (১৩১) যখন তারা সম্মুখীন হতো কোন

الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ

হ্বাসানাতু ক্বা-লূ লানা- হা-যিহ, ওয়া ইন্ তুস্বিব্‌হুম সাইয়্যিআতুইঁ ইয়াত্ত্বাইয়্যারূ বিমূসা- ওয়া মাম্ মা'আহ ;
ভাল অবস্থার, তখন তারা বলতো, এতো আমাদের জন্যই। আর যখন খারাপ অবস্থার সম্মুখীন হতো, তখন তা মূসা ও তার সাথীদের দুর্ভাগ্য বলত।

أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ

আলা~ইন্নামা- ত্বা—ইরুহুম 'ইন্দাল্লা-হি ওয়ালা-কিন্না আক্‌ছারাহুম লা- ইয়া'লামূন। ১৩২। ওয়া ক্বা-লূ মাহ্‌মা- তা'তিনা- বিহী
জেনে রেখ, তাদের দুর্ভাগ্য আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানেনা। (১৩২) এবং তারা বলেছিল, তুমি যতই নিদর্শন আমাদের সামনে

مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٣﴾ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ

মিন্ আ-ইয়াতিল্ লিতাসহ্হারানা- বিহা- ফামা- নাহ্নু লাকা বিমু'মিনীন। ১৩৩। ফাআর্সাল্না- 'আলাইহিমুত্ব তূফা-না

উপস্থিত কর না কেন আমাদেরকে যাদু করার জন্য, আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাস করব না। (১৩৩) অতঃপর আমি তাদের উপর

وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا

ওয়াল্ জ্বারা-দা ওয়াল্ কুম্মালা ওয়াদ্ব দ্বাফা-দি'আ ওয়াদ্ দামা আ-ইয়া-তিম্ মুফাস্সস্বালা-ত, ফাস্তাক্বারূ

প্রেরণ করেছি প্লাবন, ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত এগুলো ছিল স্পষ্ট নিদর্শন। এরপরেও তারা অহংকার করেছিল আর

وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿١٣٤﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا

ওয়া কা-নূ ক্বাওমাম্ মুজ্বরিমীন। ১৩৪। ওয়া লাম্মা- ওয়াক্বা'আ 'আলাইহিমুর্ রিজ্যু ক্বা-লূ ইয়া-মুসাদ্'উ লানা-

তারা ছিল পাপী সম্প্রদায়। (১৩৪) যখন তাদের উপর কোন শাস্তি পতিত হতো, তখন তারা বলত, হে মূসা! তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের কাছে এ দোয়া কর,

رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ

রাব্বাকা বিমা- 'আহিদা 'ইন্দাক, লাইন্ কাশাফ্তা 'আন্না রিজ্যা লানু'মিনান্না লাকা ওয়া লানুর্সিলান্না

যে ব্যাপারে তিনি তোমার সাথে অংগীকার করেছেন। যদি তুমি এ শাস্তিসমূহ আমাদের থেকে দূর করে দাও তবে অবশ্যই আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করব এবং আমরা

مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٣٥﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ

মা'আকা বানী~ইস্রা—ঈল। ১৩৫। ফালাম্মা- কাশাফ্না- 'আন্হুমুর্ রিজ্যা ইলা~আজ্বালিন্ হুম বা-লিগূহু

বনী ঈসরাইলকেও তোমার সাথে পাঠিয়ে দিব। (১৩৫) যখনই আমি দূর করে দেই তাদের থেকে শাস্তিকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে পর্যন্ত তাদের পৌছার ছিল।

اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿١٣٦﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا

ইযা-হুম ইয়ান্কুছূন। ১৩৬। ফান্তাক্বাম্না- মিন্হুম ফাআগ্রাক্না-হুম ফিল্ ইয়াম্মি বিআন্নাহুম কাযযাবূ

তখন তারা অংগীকার ভংগ করত। (১৩৬) সুতরাং আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম। আর তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলাম, আমার আয়াতকে অস্বীকার করার

بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٣٧﴾ وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ

বিআ-ইয়া-তিনা- ওয়া কা-নূ 'আন্হা- গা-ফিলীন। ১৩৭। ওয়া আওরাছ্নাল্ ক্বাওমাল্ লাযীনা কা-নূ ইউস্তাদ্'আফূনা

কারণে। আর তারা এগুলোর প্রতি ছিল উদাসীন। (১৩৭) আমি সে সম্প্রদায়কে বরকতময় পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের

مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۭ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ

মাশা-রিক্বাল্ আর্দ্বি ওয়া মাগা-রিবাহাল্ লাতী বা-রাক্না- ফীহা- ; ওয়া তাম্মাত্ কালিমাতু রাব্বিকাল

উত্তরাধিকারী বানিয়েছি, যাদেরকে তারা দুর্বল বলে মনে করত এবং আপনার প্রতিপালকের শুভ ওয়াদা পূর্ণ হল

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৩৩) ঃ وارسلنا عليهم الطوفان ঃ (আমি তাদের উপর অবতীর্ণ করেছি তূফান .....)

* طوفان ঃ অর্থ প্লাবন বা অধিক বৃষ্টি, যাতে সব কিছু ডুবে গেছে। * الجراد ঃ অর্থ- ফড়িং, যা ফল-ফসলাদি খেয়ে সেখান থেকে দ্রুত চলে যেত।

* القمل ঃ অর্থ উকুন, যা মানুষের শরীরে, কাপড়ে এবং চুলের মধ্যে সৃষ্টি হতো এবং এগুলো এত বেড়ে গেল যে, সকলে পেরেশান হয়ে পড়ল।

* الضفادع ঃ অর্থ- ব্যাঙ, যা খাদ্যে, বিছানায় অর্থাৎ সর্বত্রই ছড়িয়ে থাকার কারণে নিদ্রা, খাওয়া-দাওয়া, আরাম সব কিছু হারাম হয়ে গেল।

* الدم ঃ রক্ত, পানি রক্ত হয়ে গেল। এ কারণে তাদের জন্য পানি পান করাও অসম্ভব হয়ে পড়ল।

الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ؕ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ

হুসনা- 'আলা- বানী~ইস্রা—ঈল, বিমা- স্বাবারূ ; ওয়া দাম্মারনা- মা- কা-না ইয়াস্বনা'উ ফির'আওনু ওয়া ক্বাওমুহূ

বনী ঈসরাইলদের উপর, তাদের ধৈর্য ধারণের কারণে; আর আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের কারুকার্য এবং সুউচ্চ প্রাসাদসমূহ

وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿١٣٧﴾ وَجٰوَزْنَا بِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ — এক চতুর্থাংশ

ওয়া মা- কা-নূ ইয়া'রিশূন। ১৩৮। ওয়া জ্বা-ওয়ায্না- বিবানী~ইস্রা—ঈলাল্ বাহ্বরা ফাআতাও 'আলা- ক্বাওমিঈঁ

যা তারা নির্মাণ করেছিল। (১৩৮) আর আমি বনী ঈসরাইলদেরকে সমুদ্র পার করে দিয়েছি। অতঃপর তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে এসে উপস্থিত হল,

يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ؕ قَالَ

ইয়া'কুফূনা 'আলা~আছ্না-মিল্ লাহুম, ক্বা-লূ ইয়া-মুসাজ্ব'আল্ লানা ~ইলা-হান্ কামা-লাহুম আ-লিহাহ ; ক্বা-লা

যারা তাদের মূর্তিগুলোর পাশে আসীন রয়েছে। তারা বলল, হে মূসা! আমাদের জন্যও তাদের প্রতিমার ন্যায় একটি প্রতিমা তৈরী কর। তিনি বললেন,

اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿١٣٨﴾ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

ইন্নাকুম ক্বাওমুন্ তাজ্বহালূন। ১৩৯। ইন্না হা~উলা—ই মুতাব্বারুম্ মা- হুম ফীহি ওয়া বা-ত্বিলুম্ মা- কা-নূ ইয়া'মালূন।

নিশ্চয়ই তোমরা নির্বোধ সম্প্রদায়। (১৩৯) তারা যে কাজে লিপ্ত আছে এগুলো বিধ্বস্ত হয়ে যাবে এবং তাদের এ কাজগুলো অমূলক।

﴿١٣٩﴾ قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٠﴾ وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ

১৪০। ক্বা-লা আগাইরাল্লা-হি আব্গীকুম ইলা-হাওঁ ওয়া হুওয়া ফাদ্দ্বালাকুম 'আলাল 'আ-লামীন। ১৪১। ওয়া ইয্ আন্জ্বাইনা-কুম

(১৪০) তিনি আরো বললেন, তোমাদের জন্য কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ খোজ করব? অথচ তিনি তোমাদেরকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (১৪১) স্মরণ কর,

مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ

মিন্ আ-লি ফির'আওনা ইয়াসূমূনাকুম সূ—আল্ 'আযা-ব, ইউক্বাত্তিলূনা আব্না—আকুম

যখন আমি তোমাদেরকে মুক্ত করেছি ফিরআউন বাহিনীর হাত থেকে, যারা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিত, তারা তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত

وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿١٤١﴾ وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى — ১৬ রুকূ ৬

ওয়া ইয়াস্তাহ্ইউনা নিসা—আকুম; ওয়া ফী যা-লিকুম্ বালা—উম্ মির্ রাব্বিকুম 'আযীম। ১৪২। ওয়া ওয়া-'আদ্না- মূসা-

এবং জীবিত রাখত তোমাদের কন্যা সন্তানদেরকে, এতে ছিল বড় পরীক্ষা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। (১৪২) আমি মূসাকে

ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰى

ছালা-ছীনা লাইলাতাওঁ ওয়া আত্মাম্না-হা- বি'আশ্রিন্ ফাতাম্মা মীক্বা-তু রাব্বিহী~আরবা'ঈনা লাইলাহ ; ওয়া ক্বা-লা মূসা-

ত্রিশ রাতের অঙ্গীকার করেছি এবং তা পূর্ণ করেছি আরো দশ দ্বারা। এভাবে তাঁর প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত পূর্ণ হল এবং মূসা তাঁর

لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ○

লিআখীহি হা-রূনাখ্ লুফ্নী ফী ক্বাওমী ওয়া আস্বলিহ্ব ওয়ালা- তাত্তাবি' সাবীলাল্ মুফ্সিদীন।

ভাই হারুনকে বললেন, তুমি আমার (অনুপস্থিতে) আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করবে এবং সংশোধন করবে এবং বিশৃংখলাকারীদের পথ অনুসরণ করবে না।

﴿١٤٣﴾ وَلَمَّا جَآءَ مُوسٰى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ أَرِنِىٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ

১৪৩। ওয়া লাম্মা- জ্বা—আ মূসা- লিমীক্বা-তিনা- ওয়া কাল্লামাহূ রাব্বুহূ ক্বা-লা রাব্বি আরিনী~আনযুর ইলাইক ;

(১৪৩) যখন মূসা আমার দেয়া নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর প্রতিপালক তাঁর সাথে কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখা দাও,

قَالَ لَن تَرٰىنِى وَلٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِى ۚ

ক্বা-লা লান্ তারা-নী ওয়ালা-কিনিন্ যুর্ ইলাল্ জ্বাবালি ফাইনিস্ তাক্বাররা মাকা-নাহূ ফাসাওফা তারা-নী,

তোমাকে আমি এক নজর দেখে নিব। আল্লাহ বললেন, তুমি আমাকে কখনো দেখতে পারবে না। তবে তুমি দৃষ্টি কর পাহাড়ের প্রতি। যদি তা স্বস্থানে বহাল থাকে, তবে তুমি

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ

ফালাম্মা- তাজ্বাল্লা- রাব্বুহূ লিল্ জ্বাবালি জ্বা'আলাহূ দাক্কাওঁ ওয়া খার্‌রা মূসা- স্বা'ইক্বা-, ফালাম্মা~আফা-ক্বা ক্বা-লা

আমাকে দেখতে পাবে। যখন তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ের উপর স্বীয় জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন জ্যোতি পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল এবং মূসা অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। যখন

سُبْحٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٤﴾ قَالَ يٰمُوسٰىٓ إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ

সুব্‌হা-নাকা তুব্‌তু ইলাইকা ওয়া আনা আওওয়ালুল্ মু'মিনীন। ১৪৪। ক্বা-লা ইয়া-মূসা~ইন্নিস্ব ত্বাফাইতুকা

অনুভূতি ফিরে আসল তখন বললেন, হে প্রভু! তুমি পবিত্র। তোমার কাছে তাওবা করছি এবং আমিই মুমিনদের মধ্যে প্রথম অন্তর্ভুক্ত হলাম। (১৪৪) আল্লাহ বললেন, হে মূসা!

عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِى وَبِكَلٰمِى ۫ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشّٰكِرِينَ ○

'আলান্ না-সি বিরিসা-লা-তী ওয়া বিকালা-মী ফাখুয্ মা~আ-তাইতুকা ওয়া কুম্ মিনাশ্ শা-কিরীন।

আমার রিসালাত ও কথোপকথন দ্বারা আমি তোমাকে মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। সুতরাং তুমি গ্রহণ কর যা তোমাকে আমি দান করেছি এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও।

﴿١٤٥﴾ وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ۚ

১৪৫। ওয়া কাতাব্‌না-লাহূ ফিল আলওয়া-হ্বি মিন কুল্লি শাইয়িম মাও'ইযাতাওঁ ওয়া তাফস্বীলাল্ লিকুল্লি শাইয়,

(১৪৫) আমি কতিপয় পাতের উপর তাদের জন্য লিখে দিয়েছি সর্ব বিষয়ের উপদেশ এবং সকল বিষয়ের বিশ্লেষণ। সুতরাং এগুলো দৃঢ়ভাবে ধর এবং

فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفٰسِقِينَ ○

ফাখুয্‌হা- বিক্বুওওয়াতিওঁ ওয়া'মুর ক্বাওমাকা ইয়া'খুযূ বিআহ্বসানিহা-; সাউরীকুম দা-রাল ফা-সিক্বীন।

তোমার সম্প্রদায়কে এর কল্যাণকর নির্দেশগুলো আমল করার জন্য নির্দেশ দাও। আমি শীঘ্রই তোমাদেরকে দেখাব পাপীদের বাসস্থান।

﴿١٤٦﴾ سَأَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ وَإِن يَرَوْا

১৪৬। সাআস্বরিফু 'আন্ আ-ইয়া-তিয়াল্ লাযীনা ইয়াতাকাব্বারূনা ফিল্ আরদ্বি বিগাইরিল্ হ্বাক্কৃ ; ওয়া ইঁয় ইয়ারাও

(১৪৬) পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে তাদেরকে আমি ফিরিয়ে রাখব আমার নিদর্শন হতে। যদি তারা আমার

كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ

কুল্লা আ-ইয়াতিল্ লা-ইউ'মিনূ বিহা, ওয়া ইঁয় ইয়ারাও সাবীলার্ রুশ্‌দি লা- ইয়াত্তাখিযূহু সাবীলা-,

প্রত্যেকটি নিদর্শনও দেখে, তবুও তারা তা বিশ্বাস করবে না আর যদি তারা সঠিক পথও দেখে তবুও তারা সে পথ গ্রহণ করবে না।

وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًاؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

ওয়া ইঁয় ইয়ারাও সাবীলাল্ গাইয়্যি ইয়াত্তাখিযূহু সাবীলা- ; যা-লিকা বিআন্নাহুম কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-
আর যদি তারা ভ্রান্ত পথ দেখে তবে তা (চলার পথ হিসেবে) গ্রহণ করবে। এ কারণে যে, তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছে

وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٤٧﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ

ওয়া কা-নূ 'আন্হা- গা-ফিলীন। ১৪৭। ওয়াল্লাযীনা কায্যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা- ওয়া লিক্বা—ইল আ-খিরাতি হ্বাবিত্বাত্
এবং তারা ছিল তা থেকে উদাসীন। (১৪৭) যারা মিথ্যা বলেছে, আমার নিদর্শনগুলোকে এবং পরকালের উপস্থিতিকে;

اَعْمَالُهُمْؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٨﴾ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ ১৭ ع ৭ রুকূ

আ'মা-লুহুম ; হাল্ ইউজ্‌যাওনা ইল্লা- মা- কা-নূ ইয়া'মালূন। ১৪৮। ওয়াত্তাখাযা ক্বাওমু মূসা- মিম্
তাদের আমলগুলো ব্যর্থ হয়েছে। তারা যেরূপ করবে, সেরূপই প্রতিফল পাবে। (১৪৮) মূসার সম্প্রদায় তাঁর উপস্থিতিতে

بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌؕ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ

বা'দিহী মিন্ হুলিয়্যিহিম 'ইজ্‌লান্ জ্বাসাদাল্ লাহূ খুওয়া-র ; আলাম্ ইয়ারাও আন্নাহু লা-ইউকাল্লিমুহুম
তাদের গহনা দ্বারা এক গোবৎস তৈরী করল, যা ছিল এক কায়া বিশিষ্ট। যার মধ্য হতে "হাম্বারব" বের হত। তারা কি দেখল না যে, সেটি তাদের সাথে কথা বলে না

وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًاۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤٩﴾ وَلَمَّا سُقِطَ فِيْۤ اَيْدِيْهِمْ

ওয়ালা- ইয়াহ্‌দীহিম সাবীলা-। ইত্তাখাযূহু ওয়া কা-নূ যা-লিমীন। ১৪৯। ওয়া লাম্মা- সুক্বিত্বা ফী~আইদীহিম
এবং তাদেরকে কোন পথও প্রদর্শন করে না। তারা সেটিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করল। বস্তুতঃ তারা ছিল অত্যাচারী। (১৪৯) আর যখন তারা অনুতপ্ত হল আর দেখল যে,

وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْاۙ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ

ওয়া রাআও আন্নাহুম ক্বাদ্ দ্বাল্লূ ক্বা-লূ লাইল্লাম ইয়ারহ্বাম্‌না- রাব্বুনা- ওয়া ইয়াগ্‌ফির্ লানা- লানাকূনান্না মিনাল্
তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তখন তারা বলল, আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের উপর রহম না করেন এবং ক্ষমা না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত

الْخٰسِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾ وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰۤى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًاۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ

খা-সিরীন। ১৫০। ওয়া লাম্মা- রাজ্বা'আ মূসা~ইলা- ক্বাওমিহী গাদ্ববা-না আসিফান্ ক্বা-লা বি'সামা- খালাফ্‌তুমূনী
হব। (১৫০) যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট ক্রোধ ও মনের বেদনাসহ প্রত্যাবর্তন করলেন তখন বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা অত্যন্ত জঘন্যভাবে

مِنْ بَعْدِيْۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْۚ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ

মিম্ বা'দী, আ'আজ্বিলতুম আম্‌রা রাব্বিকুম, ওয়া আল্‌ক্বাল্ আল্‌ওয়া-হা ওয়া আখাযা বিরা'সি আখীহি
আমার প্রতিনিধিত্ব করেছ। তোমাদের প্রতিপালকের নির্দেশের পূর্বেই তোমরা তাড়াহুড়া করেছ? এবং তিনি পাতগুলো ফেলে দিয়ে ভাইয়ের মাথা ধরে

○ টীকা (আঃ ১৪৮) ঃ ......حليهم عجلا - মূসা (আ) যখন চল্লিশ রাতের জন্য তূর পাহাড়ে গেলেন, তখন তাঁর যাওয়ার পরে সামেরী নামক এক ব্যক্তি স্বর্ণের অলংকারাদি একত্র করে এক গোবৎস তৈরী করল এবং জিবরাঈলের (আ) ঘোড়ার পদচিহ্ন হতে সংরক্ষিত বালু হতে কিছু বালু তার মধ্যে মিশ্রিত করল। যার কারণে গোবৎসটির মুখ হতে হাম্বারব বের হতেছিল। কিন্তু সেটি কথা বলতে এবং পথ প্রদর্শন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল। সামেরী গোবৎসটির এ আওয়াজ শুনায়ে বনী ইসরাইলদেরকে পথভ্রষ্ট করল এবং তাদেরকে বলল, তোমাদের উপাস্য তো এ গোবৎসই। বনী ইসরাইল সামেরীর কথামত গোবৎসটিকে পূজা করতে লাগল।

يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ ؕ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ ز

ইয়াজুর্‌রুহূ~ইলাইহ ; ক্বা-লাব্‌না উম্মা ইন্নাল্ ক্বাওমাস্ তাদ্ব'আফূনী ওয়া কা-দূ ইয়াক্বতুলূনানী
তাঁর দিকে টানলেন। সে বলল, হে আমার সহোদর ভাই, নিশ্চয়ই এ সম্প্রদায় আমাকে অসহায় মনে করেছিল এবং আমাকে হত্যা করার উদ্যোগ নিয়েছিল,

فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥١﴾ قَالَ

ফালা-তুশ্‌মিত্ বিয়াল্ আ'দা—আ ওয়ালা-তাজ্'আল্‌নী মা'আল্ ক্বাওমিয্ যা-লিমীন। ১৫১। ক্বা-লা
১৮ ع ৪ ৮ রুকু সুতরাং তুমি আমার উপর (কঠোরতা করে) শত্রুদেরকে হাসিয়োনা এবং তুমি আমাকে অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত কর না। (১৫১) মূসা বললেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۖ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۟

রাব্বিগ্ ফির্‌লী ওয়া লিআখী ওয়া আদ্‌খিল্‌না- ফী রাহ্মাতিকা ওয়া আন্তা আর্‌হামুর্ রা-হিমীন।
হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, এবং আমার ভাইকেও এবং আমাদের উভয়কে তোমার রহমতের মধ্যে শামিল কর। তুমি বড়ই দয়াশীল।

﴿١٥٢﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ

১৫২। ইন্নাল্‌লাযীনাত্ তাখাযুল 'ইজ্‌লা সাইয়ানা-লুহুম গাদ্বাবুম্ মির্ রাব্বিহিম ওয়া যিল্লাতুন
(১৫২) নিশ্চয়ই যারা গোবৎসকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, পার্থিব জীবনে তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ এবং

فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ ﴿١٥٣﴾ وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا

ফিল্ হায়া-তিদ্ দুনইয়া-; ওয়া কাযা-লিকা নাজ্‌যিল মুফ্‌তারীন। ১৫৩। ওয়াল্‌লাযীনা 'আমিলুস্
লাঞ্ছনা দ্রুত নেমে আসবে। আমি এভাবেই মিথ্যা আরোপকারীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি। (১৫৩) আর যারা পাপ কাজ করে,

السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا ۫ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ

সাইয়্যিআ-তি ছুম্মা তা-বূ মিম্ বা'দিহা- ওয়া আ-মানূ~ইন্না রাব্বাকা মিম্ বা'দিহা- লাগাফূরুর্
অতঃপর তওবা করে এবং ঈমান আনে, নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক এ তওবার পর তাদের জন্য অবশ্যই ক্ষমাশীল ও

رَّحِيْمٌ ﴿١٥٤﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۚۖ وَفِيْ نُسْخَتِهَا

রাহীম। ১৫৪। ওয়া লাম্মা-সাকাতা 'আম্ মূসাল্ গাদ্বাবু আখাযাল্ আল্‌ওয়া-হা ওয়া ফী নুস্‌খাতিহা-
দয়াশীল। (১৫৪) যখন মূসার ক্রোধ পড়ে গেল তখন সে পাতগুলো তুলে নিল এবং তার মধ্যে যা লিখিত ছিল, তা ছিল পথ প্রদর্শক

هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ﴿١٥٥﴾ وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ

হুদাওঁ ওয়া রাহ্মাতুল্ লিল্লাযীনা হুম লিরাব্বিহিম ইয়ারহাবূন। ১৫৫। ওয়াখ্‌তা-রা মূসা- ক্বাওমাহূ সাব'ঈনা
ও রহমত, তাদের জন্য যারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে। (১৫৫) আর মূসা নির্বাচিত করলেন তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সত্তর জন

✪ টীকা (আঃ ১৫৫) ঃ واخذنا موسى سبعين رجلا, (মূসা সত্তর জন লোক নির্ধারিত করলেন) যখন মূসা (আ) তাওরাতের হুকুম বনী ঈসরাইলদেরকে শোনালেন তখন তারা বলল, আমরা কিভাবে বিশ্বাস করব যে, এ হুকুম আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে? আমরা যতক্ষণ আল্লাহর কালাম নিজ কানে না শোনব ততক্ষণ আমরা এর পতি বিশ্বাস করব না। সুতরাং তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্য হতে বিশিষ্ট সত্তরজন লোককে নির্বাচিত করলেন এবং তাদেরকে তূর পাহাড়ে নিয়ে গেলেন। সেখানে আল্লাহ তায়ালার সাথে ও মূসার (আ) সাথে পারস্পরিক যে কথোপকথন হল, তা তারাও শোনল। তখন তারা আর এক ফন্দি আঁটল এবং বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহকে স্বচক্ষে না দেখব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এর প্রতি বিশ্বাস করব না। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন।

رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّآ أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم

রাজুলাল্ লিমীক্বা-তিনা-, ফালাম্মা~আখাযাত্হুমুর্ রাজ্বফাতু ক্বা-লা রাব্বি লাও শি'তা আহ্লাক্তাহুম্

লোককে আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য। যখন তাদেরকে ভূমিকম্প ধরল তখন মূসা বললেন, হে আমার প্রতিপালক, তুমি যদি ইচ্ছা করতে তবে পূর্বেই

مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ

মিন্ ক্বাব্লু ওয়া ইয়্যা-ইয়া ; আতুহ্লিকুনা-বিমা- ফা'আলাস্ সুফাহা—উ মিন্না, ইন্ হিয়া ইল্লা- ফিত্নাতুক ;

তাদেরকে এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতে। তুমি আমাদের মধ্যস্থ কিছু সংখ্যক মূর্খের কর্মের কারণে আমাদেরকে কি ধ্বংস করে দিবে? এতো তোমার একটি পরীক্ষা।

تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآءُ ۖ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا

তুদ্বিল্লু বিহা- মান্ তাশা—উ ওয়া তাহ্দী মান্ তাশা—উ ; আন্তা ওয়ালিইয়ুনা- ফাগ্ফির্ লানা- ওয়ার্হাম্না-

এর দ্বারা তুমি যাকে ইচ্ছা পথ ভ্রষ্ট কর এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন কর। তুমিই আমাদের অভিভাবক সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর।

وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ

ওয়া আন্তা খাইরুল গা-ফিরীন। ১৫৬। ওয়াক্তুব লানা- ফী হা-যিহিদ্ দুন্ইয়া- হ্বাসানাতাওঁ ওয়া ফিল্ আ-খিরাতি

তুমিই সর্বোত্তম ক্ষমাশীল। (১৫৬) দুনিয়া এবং আখিরাতে তুমি আমাদের জন্য কল্যাণ নির্ধারিত কর। আমরা তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন

إِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِۦ مَنْ أَشَآءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ

ইন্না- হুদ্না~ইলাইক ; ক্বা-লা 'আযা-বী~উস্বীবু বিহী মান্ আশা—উ, ওয়া রাহ্বমাতী ওয়াসি'আত্

করেছি। আল্লাহ বললেন, আমার শাস্তি তো যাকে ইচ্ছা করি তাকে প্রদান করি এবং আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুতেই পরিব্যাপ্ত।

كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَالَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِنَا

কুল্লা শাইয় ; ফাসা আক্তুবুহা- লিল্লাযীনা ইয়াত্তাকূনা ওয়া ইউ'তূনায্ যাকা-তা ওয়াল্লাযীনা হুম্ বিআ-ইয়া-তিনা-

তাই আমি সেটা অতিশীঘ্র তাদের জন্য নির্ধারণ করব; যারা পরহেজগারী অবলম্বন করে এবং যাকাত আদায় করে এবং আমার আয়াতসমূহের প্রতি

يُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ

ইউ'মিনূন। ১৫৭। আল্লাযীনা ইয়াত্তাবি'উনার্ রাসূলান্ নাবিইয়্যাল্ উম্মিইয়্যাল্লাযী ইয়াজ্বিদূনাহূ

বিশ্বাস রাখে। (১৫৭) যারা অনুসরণ করে এমন রাসূলের, যিনি নিরক্ষর নবী, যাঁর সম্পর্কে

مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَىٰةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ

মাক্তূবান 'ইন্দাহুম ফিত্তাওরা-তি ওয়াল্ইন্জ্বীলি ইয়া'মুরুহুম বিল্মা'রূফি

তারা তাদের নিকটস্থ তাওরাত ও ইনজীলে লেখা পায় এবং যিনি তাদেরকে নেক কাজের নির্দেশ দেন

وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَٰٓئِثَ

ওয়া ইয়ান্হা-হুম্ 'আনিল্ মুন্কারি ওয়াইউহ্বিল্লু লাহুমুত্ ত্বাইয়্যিবা-তি ওয়াইউহ্বাররিমু 'আলাইহিমুল খাবা—ইছা

এবং খারাপ কাজ হতে বিরত রাখেন এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল বলেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম ঘোষণা করেন

وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ

ওয়া ইয়াদ্বা'উ 'আন্হুম ইস্বরাহুম ওয়াল্ আগ্লা-লাল্ লাতী কা-নাত 'আলাইহিম ; ফাল্লাযীনা আ-মানূ বিহী

এবং তাদের উপর যে ভার ও শিকল ছিল, তাদের থেকে তা সরিয়ে দেন। সুতরাং যারা সে নবীর প্রতি ঈমান আনে,

وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ

ওয়া 'আয্যারূহু ওয়া নাস্বারূহু ওয়াত্তাবা'উন্ নূরাল্ লাযী~উন্যিলা মা'আহূ~উলা—ইকা হুমুল

তাঁকে সম্মান করে এবং তাঁকে সাহায্য করে এবং সে নূরের অনুসরণ করে যা তাঁর প্রতি প্রেরিত হয়েছে, তারাই

১৯ ع ৯ রুকূ

الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٥٨﴾ قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا ِۨ الَّذِىْ

মুফ্লিহূন। ১৫৮। কুল্ ইয়া~আইয়্যুহান্ না-সু ইন্নী রাসূলুল্লা-হি ইলাইকুম জ্বামী'আ নিল্ লাযী

সফলকাম। (১৫৮) আপনি বলুন, হে মানুষ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, যাঁর জন্যই

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ

লাহূ মুলকুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্ব, লা~ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীত, ফাআ-মিনূ বিল্লা-হি

আসমান ও যমীনের একমাত্র বাদশাহী। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং ঈমান আন সে আল্লাহর প্রতি

وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ

ওয়া রাসূলিহিন্ নাবিইয়্যিল উম্মিয়্যিল্লাযী ইউ'মিনু বিল্লা-হি ওয়া কালিমা-তিহী ওয়াত্তাবি'উহু লা'আল্লাকুম

এবং সে রাসূলের প্রতিও যিনি নিরক্ষর নবী, যিনি ঈমান আনেন আল্লাহ ও তাঁর বাণীর প্রতি; এবং তাঁর অনুসরণ কর। আশা করা যায় তোমরা

تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٩﴾ وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰىٓ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٦٠﴾ وَ

তাহ্তাদূন। ১৫৯। ওয়া মিন্ ক্বাওমি মূসা~উম্মাতুই ইয়াহ্দূনা বিল্হাক্ক্বি ওয়া বিহী ইয়া'দিলূন। ১৬০। ওয়া

সঠিক পথ পাবে। (১৫৯) এবং মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি দল আছে, যারা সঠিকভাবে পথ দেখায় এবং ন্যায় ইনসাফ করে। (১৬০) এবং

قَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰىٓ اِذِ اسْتَسْقٰهُ

ক্বাত্ত্বা'না-হুমুছ্ নাতাই 'আশ্রাতা আস্বা-ত্বান্ উমামা, ওয়া আওহ্বাইনা~ইলা- মূসা~ইযিস্ তাস্ক্বা-হু

আমি তাদেরকে বারটি গোত্রে আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত করেছিলাম এবং মূসাকে আদেশ করলাম যখন তাঁর

قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۚ

ক্বাওমুহূ~আনিদ্বরিব্ বি'আস্বা-কাল্ হ্বাজ্বার, ফাম্বাজ্বাসাত্ মিন্হুছ্ নাতা- 'আশ্রাতা 'আইনা- ;

সম্প্রদায় তাঁর কাছে পানি চাইলো, তুমি তোমার লাঠি অমুক পাথরের উপর মার, ফলে তা থেকে বারটি ঝরণা প্রকাশ পেল।

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৬০) ঃ المن والسلوى (মান্না ও সালওয়া) ঃ মান্না – হাল্কা বরফের ন্যায় এক প্রকার বস্তু, যা গাছের পাতার উপর জমত এবং তা ছিল অত্যন্ত মিষ্ট। সালওয়া– এক প্রকার ছোট পাখীর ভুনা গোশত। ✪ টীকা (আঃ ১৬০) ঃ এই দলটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর সহচরবর্গের। হযরত মূসা (আ)-এর ইন্তেকালের পর হযরত ইউশা' (আ) তাঁর খলীফা হন, তারপর হতে ইসরাঈলীরা ধর্মদ্রোহী হয়ে পড়ে এবং বহু নবীকে হত্যা করে। তখন সত্যপন্থী এই দলটি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেন, তাদেরকে যেন ধর্মদ্রোহী দল হতে পৃথক করে দেন। এরা কোন এক নিভৃত স্থানে গিয়ে বাস করতে থাকেন এবং হুযূর (সা)-এর আবির্ভাব হলে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। (মুঃ কোঃ)

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ

ক্বাদ্ 'আলিমা কুল্লু উনা-সিম্ মাশ্‌রাবাহুম ; ওয়া য্বাল্লাল্‌না- 'আলাইহিমুল গামা-মা ওয়া আন্‌যালনা- 'আলাইহিমুল

প্রত্যেক গোত্রই তাদের পানি পান করার স্থান চিনে নিল এবং আমি তাদের উপর মেঘমালা দ্বারা ছায়া দিয়েছিলাম এবং তাদের উপর অবতীর্ণ করেছিলাম

الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا

মান্না ওয়াস্ সালওয়া ; কুলূ মিন্ ত্বাইয়্যিবা-তি মা- রাযাক্বনা-কুম ; ওয়া মা- য্বালামূনা-ওয়ালা-কিন্ কা-নূ~

মান্না এবং সালওয়া। (এবং বলেছিলাম) তোমাদেরকে যে পবিত্র খাদ্য দিয়েছি তা থেকে খাও। তারা আমার প্রতি কোন অত্যাচার করেনি,

أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا

আন্‌ফুসাহুম ইয়ায্বলিমূন। ১৬১। ওয়া ইয্ ক্বীলা লাহুমুস্ কুনূ হা-যিহিল ক্বারইয়াতা ওয়া কুলূ মিন্‌হা-

মূলতঃ তারা নিজেদের প্রতিই অত্যাচার করছিল। (১৬১) আর যখন তাদেরকে বলা হল, এ জনপদে বসবাস কর এবং সেখান থেকে তোমাদের

حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ ۚ

হাইছু শি'তুম ওয়া ক্বূলূ হিত্ত্বাতুওঁ ওয়াদ্‌খুলুল্ বা-বা সুজ্জাদান্ নাগ্‌ফির্ লাকুম খাত্বি—আ-তিকুম ;

ইচ্ছানুযায়ী খাও এবং বল 'গুনাহ থেকে ক্ষমা চাই' এবং মাথা নত অবস্থায় দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। আমি তোমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিব।

سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ

সানাযীদুল মুহ্‌সিনীন। ১৬২। ফাবাদ্দালাল্ লাযীনা য্বালামূ মিন্‌হুম ক্বাওলান্ গাইরাললাযী ক্বীলা

নেককারগণকে আমি শিঘ্রই (নেয়ামত) বাড়িয়ে দিব। (১৬২) কিন্তু তাদের মধ্যে যারা অত্যাচারী ছিল, তাদেরকে যা (বলতে) বলা হয়েছিল তা পরিবর্তন

لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٦٢﴾ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ

লাহুম ফাআর্‌সালনা- 'আলাইহিম রিজ্‌যাম্ মিনাস্ সামা—ই বিমা- কা-নূ ইয়ায্বলিমূন। ১৬৩। ওয়াস্‌আল্‌হুম 'আনিল্

করে অন্য শব্দ বলল, সুতরাং আমি তাদের উপর আসমান থেকে শাস্তি অবতীর্ণ করলাম। যেহেতু তারা আদেশ অমান্য করছিল। (১৬৩) আপনি তাদেরকে সমুদ্রের

الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ

ক্বারইয়াতিল্ লাতী কা-নাত্ হ্বা-দ্বিরাতাল্ বাহ্‌র। ইয্ ইয়া'দূনা ফিস্‌সাব্‌তি ইয্ তা'তীহিম

নিকটবর্তী অধিবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন, যখন তারা শনিবার সম্পর্কে সীমালংঘন করতে লাগল, যখন শনিবার দিন তাদের (সমুদ্রের) মাছগুলো

حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ

হ্বীতা-নুহুম ইয়াওমা সাব্‌তিহিম শুররা'আওঁ ওয়া ইয়াওমা লা-ইয়াস্‌বিতূনা লা- তা'তীহিম কাযা-লিক,

তাদের সামনে প্রকাশ্যভাবে ভেসে আসত। আর যেদিন শনিবার ছিলনা, সেদিন তাদের সামনে (সেগুলো) আসত না। এভাবে আমি তাদেরকে

نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا

নাব্‌লূহুম বিমা- কা-নূ ইয়াফ্‌সুক্বূন ১৬৪। ওয়া ইয্ ক্বা-লাত উম্মাতুম্ মিন্‌হুম লিমা তা'ইযূনা ক্বাওমা

পরীক্ষা করছিলাম, কারণ তারা আদেশ অমান্য করছিল। (১৬৪) যখন তাদের মধ্য হতে একদল বলল, তোমরা এমন সম্প্রদায়কে কেন উপদেশ দিচ্ছ?

ওয়াক্বফে লাযেম

৭ ২০ ১৫ ১০ রুকূ

মুআনাকা ঃঃ ৬

◐ অর্ধাংশ

نِ ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ

নিল্লা-হু মুহ্‌লিকুহুম আও মু'আয্‌যিবুহুম 'আযা-বান্ শাদীদা- ; ক্বা-লূ মা'যিরাতান ইলা-রাব্বিকুম
যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন শাস্তি দিবেন। তারা বলল, তোমাদের প্রতিপালকের সামনে দোষ মুক্তির জন্য

وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِۦٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ

ওয়া লা'আল্লাহুম ইয়াত্তাক্বূন। ১৬৫। ফালাম্মা-নাসূ মা- যুক্কিরূ বিহী~আন্‌জাইনাল্ লাযীনা ইয়ান্‌হাওনা
এবং যাতে তারা সংযত হয় এজন্য। (১৬৫) তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন যারা মন্দ

عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

'আনিস্ সূ—ই ওয়া আখায্‌নাল্ লাযীনা যালামূ বি'আযা-বিম্ বাঈসিম্ বিমা- কা-নূ ইয়াফ্‌সুকূন।
কাজগুলো করতে নিষেধ করেছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম এবং ধরলাম অত্যাচারীদেরকে কঠিন শাস্তির মাধ্যমে, তাদের অবাধ্যতার কারণে।

﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَٰسِـِٔينَ ﴿١٦٦﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ

১৬৬। ফালাম্মা- 'আতাও 'আম্মা-নুহূ 'আন্‌হু ক্বুল্‌না-লাহুম কূনূ ক্বিরাদাতান খা-সিঈন। ১৬৭। ওয়া ইয্ তাআয্‌যানা
(১৬৬) অতঃপর যখন তারা সীমালংঘন করতে লাগল সে কাজে, যা তাদেরকে করতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন তাদেরকে বললাম, তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও। (১৬৭) স্মরণ

رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۗ

রাব্বুকা লাইয়াব্'আছান্না 'আলাইহিম ইলা-ইয়াওমিল ক্বিয়া-মাতি মাঁই ইয়াসূমুহুম সূ—আল 'আযা-ব ;
কর, যখন আপনার প্রতিপালক জানিয়ে দিলেন যে, তিনি তাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত এমন কাউকে শাসক হিসেবে পাঠাবেন, যে তাদেরকে জঘন্যতম শাস্তি দিতে থাকবে।

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٧﴾ وَقَطَّعْنَٰهُمْ فِى

ইন্না রাব্বাকা লাসারী'উল 'ইক্বা-ব, ওয়া ইন্নাহূ লাগাফূরুর্ রাহ্বীম। ১৬৮। ওয়া ক্বাত্ত্বা'না-হুম ফিল্
নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তি দানকারী এবং তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (১৬৮) আমি তাদেরকে পৃথিবীতে বিভিন্ন দলে

ٱلْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِّنْهُمُ ٱلصَّٰلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَبَلَوْنَٰهُم

আরদ্বি উমামা-, মিন্‌হুমুস্ব স্বা-লিহূনা ওয়া মিন্‌হুম দূনা যা-লিকা ওয়া বালাওনা-হুম্
বিভক্ত করে দিয়েছি। তাদের মধ্যে কতক নেককার এবং কতক অন্য ধরনের এবং তাদেরকে আমি পরীক্ষা করি, ভাল অবস্থা

بِٱلْحَسَنَٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾ فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ

বিল হ্বাসানা-তি ওয়াস্ সাইয়্যিআ-তি লা'আল্লাহুম ইয়ারজি'উন। ১৬৯। ফাখালাফা মিম্ বা'দিহিম খাল্‌ফুঁও
এবং খারাপ অবস্থা দিয়ে যাতে তারা ফিরে আসে। (১৬৯) অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল কিছু অযোগ্য লোক,

وَرِثُوا ٱلْكِتَٰبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ

ওয়ারিছুল কিতা-বা ইয়া'খুযূনা 'আরাদ্বা হা-যাল্ আদ্‌না-ওয়া ইয়াকূলূনা সাইউগ্‌ফারু লানা-,
তারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়। তারা এ তুচ্ছ দুনিয়ার আসবাবপত্র গ্রহণ করে এবং বলে আমাদেরকে অচিরেই মা'ফ করা হবে।

وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ۭ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ

ওয়া ইঁয়ইয়া'তিহিম 'আরাদ্বুম্ মিছ্লুহূ ইয়া'খুযূহ ; আলাম ইঁউ'খায্ 'আলাইহিম্ মীছা-কুল কিতা-বি

যদি তাদের কাছে অনুরূপ তুচ্ছ আসবাবপত্র আসে, তারা তাও গ্রহণ করে। তাদের থেকে কি কিতাবে সে বিষয়ের অঙ্গীকার নেয়া হয়নি

اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ۭ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ

আল্ লা-ইয়াকূলূ 'আলাল্লা-হি ইল্লাল হাক্বক্বা ওয়া দারাসূ মা-ফীহ ; ওয়াদ্ দা-রুল আ-খিরাতু খাইরুল

যে, আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া কিছু বলবে না? এবং তারা তাতে যা আছে তাও পাঠ করে। আখিরাতের আবাসই তাদের জন্য উত্তম যারা

لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا

লিল্লাযীনা ইয়াত্তাকূন ; আফালা- তা'ক্বিলূন। ১৭০। ওয়াল্লাযীনা ইউমাস্সিকূনা বিল্ কিতা-বি ওয়া আক্বা-মুস্ব

পরহেজগারী অবলম্বন করে। তোমরা কি বুঝনা? (১৭০) যারা কিতাবকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়িয়ে ধরে ও নামায প্রতিষ্ঠা করে,

الصَّلٰوةَ ۭ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ۝ وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ

স্বালা-হ ; ইন্না- লা-নুদ্বী'উ আজ্বরাল্ মুস্বলিহীন। ১৭১। ওয়া ইয্ নাতাক্বনাল্ জ্বাবালা ফাওক্বাহুম

আমি এরূপ নেককারগণের প্রতিদান নষ্ট করব না। (১৭১) স্মরণ কর, যখন আমি পাহাড়কে তাদের উপর উঠিয়ে তুলে ধরলাম বুলন্ত তাঁবুর মত

كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا

কাআন্নাহূ যুল্লাতুওঁ ওয়া যান্নূ~আন্নাহূ ওয়া-ক্বি'উম্ বিহিম, খুযূ মা~আ-তাইনা-কুম্ বিকুওয়্যাতিওঁ ওয়াযকুরূ

এবং তারা ধারণা করেছিল যে, নিশ্চয়ই তা তাদের উপর পতিত হবে, আমি বললাম, আমি যে কিতাব তোমাদেরকে দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে ধর এবং তাতে

مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ

মা-ফিহি লা'আল্লাকুম তাত্তাকূন। ১৭২। ওয়া ইয্ আখাযা রাব্বুকা মিম্ বানী~আ-দামা মিন্ যুহূরিহিম

যা আছে তা স্মরণ রেখ, যাতে তোমরা সংযত হও। (১৭২) স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠ হতে তাদের বংশধরকে

ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۭ قَالُوْا بَلٰى ۚ شَهِدْنَا ۚ

যুররিইয়্যাতাহুম ওয়া আশ্হাদাহুম 'আলা~আন্ফুসিহিম, আলাস্তু বিরাব্বিকুম ; ক্বা-লূ বালা- শাহিদ্না,

বের করেন এবং তাদের থেকে তার ব্যাপারে অঙ্গীকার নিলেন যে, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা এর সাক্ষী রইলাম,

اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۝ اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ

আন্ তাক্বূলূ ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি ইন্না- কুন্না- 'আন্ হা-যা- গা-ফিলীন। ১৭৩। আও তাক্বূলূ~ইন্নামা~আশ্রাকা

যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন না বলে বস যে, আমরাতো এ ব্যাপারে উদাসীন ছিলাম। (১৭৩) অথবা তোমরা যাতে না বল যে, শিরকতো পূর্ব

اٰبَاۗؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝

আ-বা—উনা- মিন্ ক্বাবলু ওয়া কুন্না- যুররিইয়্যাতাম্ মিম্ বা'দিহিম, আফাতুহ্লিকুনা-বিমা-ফা'আলাল্ মুবত্বিলূন।

আমাদের পিতৃ পুরুষরা করেছে, আমরাতো তাদেরই পরবর্তী বংশধর। তবে কি পথ ভ্রষ্টদের কর্মের জন্য আমাদের কি ধ্বংস করবেন?

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٧٤﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ

১৭৪। ওয়া কাযা-লিকা নুফাস্সিলুল আ-ইয়া-তি ওয়া লা'আল্লাহুম ইয়ারজ্বি'উন। ১৭৫। ওয়াত্‌লু 'আলাইহিম নাবাআল্লাযী ~

(১৭৪) এভাবে আমি আয়াতকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি, যাতে তারা ফিরে আসে। (১৭৫) তাদেরকে আপনি সে ব্যক্তির অবস্থা পড়ে শুনান যাকে আমি আমার

اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝

আ-তাইনা-হু আ-ইয়া-তিনা- ফান্‌সালাখা মিন্‌হা-ফাআত্‌বা'আহুশ্ শাইত্বা-নু ফাকা-না মিনাল গা-ওয়ীন।

আয়াত দিয়ে ছিলাম, সে তা থেকে একেবারেই সরে পড়ল; অতঃপর শয়তান তার পিছু হল, সুতরাং সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ ﴿١٧٦﴾

১৭৬। ওয়ালাও শি'না- লারাফা'না-হু বিহা-ওয়ালা-কিন্নাহূ~আখ্‌লাদা ইলাল্ আর্‌দ্বি ওয়াত্তাবা'আ হাওয়া-হু, ফামাছালুহূ

(১৭৬) আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে এ আয়াতসমূহ দ্বারা তাকে অবশ্যই উচ্চমর্যাদা দান করতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হলো এবং

كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۭ ذٰلِكَ مَثَلُ

কামাছালিল্ কাল্‌ব, ইন্ তাহ্‌মিল 'আলাইহি ইয়াল্‌হাছ্ আও তাত্‌রুক্‌হু ইয়াল্‌হাছ্ ; যা-লিকা মাছালুল্

নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে লাগল, তার দৃষ্টান্ত কুকুরের ন্যায়, যদি তুমি তাকে তাড়া কর তবে হাঁপিয়ে উঠ আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে।

الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

ক্বাওমিল্ লাযীনা কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা, ফাক্বুস্বিল্ ক্বাস্বাস্বা লা'আল্লাহুম ইয়াতাফাক্কারূন।

এ দৃষ্টান্ত সেসব সম্প্রদায়ের যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে, সুতরাং আপনি এ কাহিনীগুলো বর্ণনা করুন, যেন তারা চিন্তা করে।

سَاۗءَ مَثَلًا ۨ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ۝ ﴿١٧٧﴾

১৭৭। সা—আ মাছালানিল্ ক্বাওমুল্ লাযীনা কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা- ওয়া আন্‌ফুসাহুম কা-নূ ইয়াযলিমূন।

(১৭৭) সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত অতি জঘন্য যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলেছে এবং নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছে।

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ ﴿١٧٨﴾

১৭৮। মাইঁ ইয়াহ্‌দিল্লা-হু ফাহুওয়াল মুহ্‌তাদী, ওয়া মাইঁ ইয়ুদ্বলিল ফাউলা—ইকা হুমুল খা-সিরূন।

(১৭৮) আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন সে-ই পথ প্রাপ্ত হয় এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۡ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿١٧٩﴾

১৭৯। ওয়া লাক্বাদ্ যারা'না- লিজাহান্নামা কাছীরাম্ মিনাল্ জ্বিন্নি ওয়াল্ ইন্‌সি লাহুম কুলূবুল্ লা-ইয়াফ্‌ক্বাহূনা

(১৭৯) আর আমি বহু জ্বিন ও ইনসানকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা

○ টীকা (আঃ ১৭৫) ঃ এখানে বাল্'আম বা'উরের কিস্‌সা বর্ণিত হয়েছে। এ ব্যক্তি কেন'আন দেশীয় জাব্বারীন কাওমের লোক। ইবরাহীম(আ)-এর উপর অবতারিত সহীফাসমূহের আলেম ছিল এবং ইসমে আ'যম জানত। হযরত মূসা (আ) জাব্বারীনদের সঙ্গে যুদ্ধ করলে জাব্বারীনগণ বাল্'আমের নিকট গিয়ে বলল, আপনার দো'আ কবুল হয় বলে জানি। আপনি মূসা ও তার কাওমের জন্য বদ্‌দো'আ করুন। প্রথমে সে রাযী হল না; কিন্তু পরে তার স্ত্রীর প্ররোচনায় মুগ্ধ হয়ে, ঘুষ গ্রহণপূর্বক বদ্‌দো'আ করল। এতে আল্লাহ্ তাকে ইস্‌মে আ'যম ভুলিয়ে দিলেন এবং সে বেঈমান হয়ে গেল। (মুঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ১৭৬) ঃ বল'আ'ম বা'উরের দৃষ্টান্তও সেই কুকুরের ন্যায় যাকে আক্রমণ করলেও জিভ বের করে এবং না করলেও জিভ বের করে। তদ্রূপ বাল্'আম বা'উরও কোন অবস্থাতেই অর্থ লোলুপতা ত্যাগ করত না। (মুঃ কোঃ)

بِهَا ز وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط

বিহা-, ওয়া লাহুম আ'ইয়ুনুল্ লা-ইয়ুবস্বিরূনা বিহা- ওয়া লাহুম আ-যা-নুল্ লা-ইয়াস্‌মা'উনা বিহা-;
বুঝে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা দেখে না, তাদের কর্ণ আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা শোনেনা

اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝ وَلِلّٰهِ

উলা—ইকা কাল আন্'আ-মি বাল্ হুম আদ্বাল্ল ; উলা—ইকা হুমুল গা-ফিলূন। ১৮০। ওয়া লিল্লা-হিল
তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং ওদের চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট, তারাই উদাসীন। (১৮০) সুন্দর নামসমূহ আল্লাহর

الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ص وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ط

আস্‌মা—উল হুস্‌না- ফাদ্'উহু বিহা-, ওয়া যারুল্লাযীনা ইউলহিদূনা ফী~আস্‌মা—ইহ্ ;
জন্যই। সুতরাং সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক এবং তাদের বর্জন কর। যারা তাঁর নামসমূহ বিকৃত করে।

سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ

ছাইয়ুজ্‌যাওনা মা-কা-নূ ইয়া'মালূন। ১৮১। ওয়া মিমমান্ খালাক্বনা~উম্মাতুই ইয়াহ্‌দূনা বিলহাক্বি ওয়া বিহী
তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল শীঘ্রই পাবে। (১৮১) আমার সৃষ্টির মধ্যে একদল এমনও আছে যারা সঠিকভাবে পথ দেখায় এবং সে অনুযায়ী বিচারও

يَعْدِلُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

ইয়া'দিলূন। ১৮২। ওয়াল্‌লাযীনা কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা- সানাস্‌তাদ্‌রিজুহুম্ মিন্ হ্বাইছু লা-ইয়া'লামূন।
করে। (১৮২) যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে আমি এমনভাবে আস্তে আস্তে টেনে নেই যে তারা খবরই রাখবে না।

২২ ع ১০ ১২ রুকূ

وَاُمْلِيْ لَهُمْ ط اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ۝ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ز مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ

১৮৩। ওয়া উম্‌লী লাহুম ইন্না কাইদী মাতীন ।১৮৪। আওয়া লাম ইয়াতাফাক্কারূ, মা-বিস্বা-হ্বিবিহিম্ মিন্
(১৮৩) আর তাদেরকে আমি অবকাশ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই আমার কৌশল খুবই দৃঢ় (১৮৪) তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদের সাথী লোকটির কোন প্রকার মস্তিষ্ক

جِنَّةٍ ط اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ

জিন্নাহ ; ইন্ হুওয়া ইল্লা-নাযীরুম্ মুবীন। ১৮৫। আওয়া লাম ইয়ানযুরূ ফী মালাকূতিস্ সামা-ওয়া-তি
বিকৃতি ঘটেনি, তিনিতো শুধু একজন স্পষ্ট ভীতি প্রদর্শনকারী। (১৮৫) তারা কি চিন্তা করে দেখে না আসমান

وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ز وَّاَنْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ

ওয়াল্ আরদ্বি ওয়ামা- খালাক্বাল্লা-হু মিন শাইয়িওঁ ওয়া আন্ 'আসা~আইঁ ইয়াকূনা ক্বাদিক্‌তারাবা
ও যমীনের কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুসমূহ সম্পর্কে আর এ সম্পর্কে যে, সম্ভবতঃ তাদের মৃত্যুর নির্ধারিত সময় অতি

اَجَلُهُمْ ج فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ۝ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ط

আজ্বালুহুম, ফাবিআইয়্যি হ্বাদীছিম্ বা'দাহূ ইউ'মিনূন। ১৮৬। মাইঁ ইউদ্বলিলিল্লা-হু ফালা- হা-দিইয়া লাহ ;
সন্নিকটে। তবে কুরআনের পর তারা আর কোন কথায় বিশ্বাস করবে? (১৮৬) আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই

وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ

ওয়া ইয়াযারুহুম ফী ত্বুগ্ইয়া-নিহিম ইয়া'মাহূন। ১৮৭। ইয়াস্আলূনাকা 'আনিস্ সা-'আতি আইয়্যা-না মুর্সা-হা-;

আর আল্লাহ তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা অবস্থায় ছেড়ে দেন। (১৮৭) তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে, তা কবে

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ

কুল ইন্নামা- 'ইলমুহা- 'ইন্দা রাব্বী, লা-ইউজাল্লীহা- লিওয়াক্বতিহা~ইল্লা-হুওয়। ছাক্বুলাত ফিস্ সামা-ওয়া-তি

সংঘটিত হবে? আপনি বলুন, এ সম্পর্কিত জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকের নিকটেই আছে। তিনিই তা যথাসময়ে প্রকাশ করবেন, যেটা হবে আকাশ

وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۚ يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۚ قُلْ

ওয়াল আরদ্ব ; লা- তা'তীকুম ইল্লা- বাগ্তাহ ; ইয়াস্আলূনাকা কাআন্নাকা হাফিয়্যুন 'আন্হা-; কুল

ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা। সেটি তোমাদের উপর অকস্মাৎ এসে যাবে, তারা আপনাকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করে মনে হয় যেন আপনি এ ব্যাপারে

إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ قُلْ لَا أَمْلِكُ

ইন্নামা- 'ইলমুহা- 'ইন্দাল্লা-হি ওয়ালা-কিন্না আক্ছারান্ না-সি লা-ইয়া'লামূন। ১৮৮। কুল্ লা~আম্লিকু

অনুসন্ধান করে রেখেছেন। আপনি বলুন, এ সম্পর্কিত জ্ঞান শুধু আল্লাহরই কাছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (১৮৮) আপনি বলুন, আল্লাহর ইচ্ছা

لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ

লিনাফসী নাফ্'আওঁ ওয়ালা- দ্বার্রান ইল্লা-মা-শা—আল্লা-হ ; ওয়া লাও কুন্তু আ'লামুল গাইবা

ব্যতীত আমি আমার নিজের ভাল ও মন্দের উপর কোনই ক্ষমতা রাখি না। আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম তবে আমি

لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ

লাস্তাক্ছারতু মিনাল খাইর, ওয়ামা- মাস্সানিয়াস্ সূ—উ ইন্ আনা ইল্লা- নাযীরুওঁ ওয়া বাশীরুল্

অনেক কল্যাণই গ্রহণ করতাম এবং অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমিতো মু'মিনদের জন্য শুধু সতর্ককারী

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا

লিক্বাওমিইঁ ইউ'মিনূন। ১৮৯। হুওয়াল্লাযী খালাক্বাকুম্ মিন্ নাফসিওঁ ওয়া-হিদাতিওঁ ওয়া জ্বা'আলা মিনহা-

এবং সুসংবাদদাতা। (১৮৯) তিনিই (আল্লাহ) তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকেই তার সহধর্মিনী

زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۚ

যাওজ্বাহা-লিইয়াস্কুনা ইলাইহা-, ফালাম্মা- তাগাশ্শা-হা-হামালাত্ হাম্লান্ খাফীফান্ ফামার্রাত বিহ্,

সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার কাছে আরাম পায়। অতঃপর যখন সে তার সাথে সহবাস করল তখন সে হালকা ভাবে গর্ভবতী হল অতঃপর সে তা নিয়ে চলাফেরা

○ শানে নুযূল (আঃ ১৮৭) ঃ কুরাইশ সম্প্রদায়ের কিম্বা ইহুদী সম্প্রদায়ের কাফিররা হুযূর (সা)-কে জিজ্ঞাসা করল, কিয়ামত কখন হবে? তদুত্তরে এই আয়াতটি নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ)

আয়াতটির মর্মার্থে বুঝা যায়, হুযূর (সা) কিয়ামতের বিস্তারিত বিবরণ জানতেন না। বোখারী এবং মুসলিমের হাদীস হতেও এটাই বুঝা যায়, 'একদিন হযরত জিবরায়ীল (আ) বেদুইনবেশে হুযূর (সা) সমীপে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি জানেন যে, কিয়ামত কখন হবে? হুযূর (স) উত্তর করলেন, 'এসসম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে অধিক জ্ঞানী নয়?' (বঃ কোঃ)

فَلَمَّآ أَثۡقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنۡ ءَاتَيۡتَنَا صَٰلِحٗا لَّنَكُونَنَّ مِنَ

ফালাম্মা~আছ্ক্বালাত্ দা'আওয়াল্লা-হা রাব্বাহুমা- লাইন আ-তাইতানা- স্বা-লিহ্বাল্ লানাকূনান্না মিনাশ্
করতে লাগল। যখন সে ভারী হয়ে গেল, তখন উভয়েই তাদের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যে, যদি তুমি আমাদেরকে একটি সু-সন্তান দাও, তবে অবশ্যই

ٱلشَّٰكِرِينَ ١٩٠ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُمَا صَٰلِحٗا جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَىٰهُمَا ۚ

শা-কিরীন। ১৯০। ফালাম্মা~আ-তা-হুমা- স্বা-লিহ্বান জ্বা'আলা- লাহূ শুরাকা—আ ফীমা~আ-তা-হুমা,
আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। (১৯০) অতঃপর যখন উভয়কে আল্লাহ সু-সন্তান দান করলেন, তখন দানকৃত বিষয়ে তাঁর শরীক করে,

فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ١٩١ أَيُشۡرِكُونَ مَا لَا يَخۡلُقُ شَيۡـٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ ١٩٢

ফাতা'আ-লাল্লা-হু 'আম্মা-ইউশ্রিকূন। ১৯১। আইউশ্রিকূনা মা- লা- ইয়াখ্লুকু শাইআঁও ওয়া হুম ইউখ্লাকূন।
অথচ আল্লাহ তাদের শিরক হতে পবিত্র। (১৯১) তারা কি এমন কাউকে শরীক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না? বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট।

وَلَا يَسۡتَطِيعُونَ لَهُمۡ نَصۡرٗا وَلَآ أَنفُسَهُمۡ يَنصُرُونَ ١٩٣ وَإِن تَدۡعُوهُمۡ

১৯২। ওয়ালা-ইয়াস্তাত্বী'উনা লাহুম নাস্বরাওঁ ওয়ালা~আন্ফুসাহুম ইয়ান্সুরূন। ১৯৩। ওয়া ইন্ তাদ্'উহুম
(১৯২) আর তারা তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করতে পারে না এবং নিজেদেরকেও কোন সাহায্য করতে পারে না। (১৯৩) যদি তোমরা তাদেরকে সত্য পথে

إِلَى ٱلۡهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمۡ ۚ سَوَآءٌ عَلَيۡكُمۡ أَدَعَوۡتُمُوهُمۡ أَمۡ أَنتُمۡ صَٰمِتُونَ ١٩٤

ইলাল্ হুদা- লা- ইয়াত্তাবি'উকুম ; সাওয়া—উন 'আলাইকুম আদা'আওতুমূহুম আম্ আন্তুম স্বা-মিতূন।
ডাক, তারা তোমাদের অনুসরণ করবে না। তাদেরকে তোমরা ডাক অথবা নীরব থাক তোমাদের জন্য উভয় সমান।

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمۡثَالُكُمۡ فَٱدۡعُوهُمۡ فَلۡيَسۡتَجِيبُوا۟

১৯৪। ইন্নাল্লাযীনা তাদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি 'ইবা-দুন আম্ছা-লুকুম ফাদ্'উহুম ফাল্ইয়াস্তাজীবূ
(১৯৪) আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাক, তারাও তো তোমাদের মতই আল্লাহর বান্দা। তোমরা তাদেরকে ডাক, তোমাদের ডাকে

لَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٩٥ أَلَهُمۡ أَرۡجُلٞ يَمۡشُونَ بِهَآ ۖ أَمۡ لَهُمۡ أَيۡدٖ

লাকুম ইন্ কুন্তুম স্বা-দিক্বীন। ১৯৫। আলাহুম আরজুলুই ইয়ামশূনা বিহা~আম্ লাহুম আইদিই
জওয়াব দিক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১৯৫) তাদের কি পা আছে, যা দিয়ে তারা চলে? তাদের কি হাত আছে,

يَبۡطِشُونَ بِهَآ ۖ أَمۡ لَهُمۡ أَعۡيُنٞ يُبۡصِرُونَ بِهَآ ۖ أَمۡ لَهُمۡ ءَاذَانٞ يَسۡمَعُونَ

ইয়াবত্বিশূনা বিহা~আম্ লাহুম আ'ইউনুই ইউব্স্বিরূনা বিহা~আম্ লাহুম আ-যা-নুই ইয়াস্মা'উনা
যা দিয়ে তারা ধরে? তাদের কি চোখ আছে, যা দিয়ে তারা দেখে? তাদের কি কান আছে, যা দিয়ে তারা শোনে?

○ টীকা (আঃ ১৯৩) ঃ অর্থাৎ তাদের কোন বিপদ উপস্থিত হলে যেমন- কেউ তাদেরকে ভাঙ্গতে আসলে তারা আত্মরক্ষা করতেও সক্ষম নয়। (বঃ কোঃ)
○ টীকা (আঃ ১৯৩) ঃ এমন অক্ষম, অপদার্থ, পরমুখাপেক্ষী পদার্থগুলি কেমন করে উপাসনার যোগ্য হতে পারে? (বঃ কোঃ)
○ শানে নুযূল (আঃ ১৯৫) ঃ এসমস্ত বস্তুর মধ্যে কোনটিই তাদের নেই, অথচ তোমাদের আছে। কাজেই তোমরা তাদের চেয়ে উত্তম। উত্তম হয়ে অধমের উপাসনা করা চরম বোকামি ছাড়া আর কি হতে পারে? প্রতিমা পূজার অসারতা প্রমাণিত হলে তারা হুযূর (সা)-কে ভয় প্রদর্শনপূর্বক বলতে লাগল, তুমি আমাদের দেবতাদের নিন্দা করতেছ, তারা অবশ্যই তোমার উপর কোন বিপদ আনয়ন করবে। এর প্রতিবাদে এই আয়াতটি নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ, বঃ কোঃ)

بِهَا ۚ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴿١٩٦﴾ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ

বিহা- ; কুলিদ্'উ শুরাকা—আকুম ছুম্মা কীদূনি ফালা-তুনযিরূন। ১৯৬। ইন্না ওয়ালিয়িয়ইয়াল্লা-হুল্

আপনি বলুন, তোমরা তোমাদের সকল শরীকগণকে ডাক, অতঃপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে সুযোগ দিও না। (১৯৬) নিশ্চয়ই আমার রক্ষাকারী

الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٧﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ

লাযী নাযযালাল কিতা-বা ওয়া হুওয়া ইয়াতাওয়াল্লাস্ব স্বা-লিহীন। ১৯৭। ওয়াল্লাযীনা তাদ্'উনা

আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনিই পুন্যবানদের রক্ষা করে থাকেন। (১৯৭) আর তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে

مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٨﴾ وَإِن

মিন্ দূনিহী লা- ইয়াস্তাত্বী'উনা নাস্বরাকুম ওয়ালা~আনফুসাহুম ইয়ানস্বুরূন। ১৯৮। ওয়াইন্

যাদেরকে ডাকতেছ, তারা তোমাদের কোনই সাহায্য করতে পারবেনা এবং তাদের নিজেদেরকেও নয়। (১৯৮) আর তাদেরকে

تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ

তাদ্'উহুম ইলাল্ হুদা- লা-ইয়াস্মা'উ; ওয়া তারা-হুম ইয়ানযুরূনা ইলাইকা ওয়া হুম

যদি আপনি সত্য পথের দিকে ডাকেন, তারা শোনবে না এবং তাদেরকে আপনি দেখবেন যেন তারা আপনাকে দেখছে, অথচ তারা

لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٩﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿٢٠٠﴾

লা-ইউবসিরূন। ১৯৯। খুযিল্ 'আফ্ওয়া ওয়া'মুর বিল'উরফি ওয়া আ'রিদ্ব 'আনিল জ্বা-হিলীন।

কিছুই দেখে না। (১৯৯) ক্ষমাশীল হোন, নেক কাজের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদেরকে পরিহার করুন।

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾

২০০। ওয়া ইম্মা- ইয়ানযাগান্নাকা মিনাশ্ শাইত্বা-নি নাযগুন্ ফাস্তাইয্ বিল্লা-হ ; ইন্নাহু সামী'উন্ 'আলীম।

(২০০) আর যদি আপনার মনে শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয় তবে আল্লাহর কাছে পানা চান, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم

২০১। ইন্নাল্ লাযীনাত্ তাক্বাও ইযা- মাস্সাহুম ত্বা—ইফুম মিনাশ্ শাইত্বা-নি তাযাক্কারূ ফাইযা- হুম্

(২০১) যারা খোদাভীরুরা যখন শয়তানের থেকে কোন কুমন্ত্রণা অনুভব করে, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তক্ষুণি তারা সচেতন

مُّبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾ وَإِذَا لَمْ

মুবসিরূন। ২০২। ওয়া ইখ্ওয়া-নুহুম ইয়ামুদ্দূনাহুম ফিল্ গাইয়ি ছুম্মা লা-ইউক্বসিরূন। ২০৩। ওয়া ইযা- লাম

হয়ে যায়। (২০২) শয়তানের ভাই তাদের সাথীদেরকে বিভ্রান্তির দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং এ ব্যাপারে তারা থেমে থাকে না। (২০৩) যখন আপনি কোন নিদর্শন

✪ টীকা (আঃ ১৯৯) ঃ হুযূর (স) জিবরায়ীল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, এই আয়াতটির হাকীকত কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্ বলেন, "যে ব্যক্তি তোমার সাথে বিচ্ছেদ অবলম্বন করে, তুমি তার সাথে মিলিত হও, আর যে ব্যক্তি তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান কর, আর যে উৎপীড়ন করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর। এটাই উচ্চ পর্যায়ের স্বভাব।" (মুঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ২০১) ঃ অর্থাৎ, শয়তানের প্ররোচনায় তাঁদের অন্তরে ক্রোধ অথবা অন্য কোন রিপু উত্তেজিত হলে সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁরা খোদার স্মরণে মগ্ন হন। অর্থাৎ, আউযু ও অন্যান্য দো'আ পড়েন, ফলে অকস্মাৎ তাঁদের অন্তর-চক্ষু খুলে যায় এবং তাঁরা প্রকৃত অবস্থা দর্শন করতঃ সতর্ক হন, কাজেই শয়তানী প্ররোচন ব্যর্থ হয়ে যায়। (বঃ কোঃ)

تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ۚ

তা'তিহিম্ বিআ-ইয়াতিন্ ক্বা-লূ লাওলাজ্ তাবাইতাহা-; ক্বুল ইন্নামা~আত্তাবি'উ মা- ইউহ্বা~ইলাইয়্যা মির্ রাব্বী,

তাদের সামনে উপস্থিত না করেন, তখন তারা বলে, তুমি অমুক নিদর্শনটি কেন নিয়ে আসলে না? আপনি বলুন, আমি তো অনুসরণ করি শুধু তারই, যা আমার প্রতি

هَٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا قُرِئَ

হা-যা- বাস্বা—ইরু মির্ রাব্বিকুম ওয়া হুদাওঁ ওয়া রাহ্মাতুল লিক্বাওমিইঁ ইউ'মিনূন। ২০৪। ওয়া ইযা- ক্বুরিআল্

আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে নির্দেশ করা হয়। এ কুরআন তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ, আর মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত। (২০৪) আর যখন

الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٥﴾ وَاذْكُرْ رَبَّكَ

ক্বুরআ-নু ফাস্তামি'উ লাহূ ওয়া আন্স্বিতূ লা'আল্লাকুম তুরহামূন। ২০৫। ওয়ায্কুর্ রাব্বাকা

কুরআন পাঠ করা হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোন ও চুপ থাক, যাতে তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হয়। (২০৫) আর নিজ

فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ

ফী নাফ্সিকা তাদ্বার্রু'আওঁ ওয়া খীফাতাওঁ ওয়া দূনাল্ জ্বাহ্রি মিনাল ক্বাওলি বিল্ গুদুওওয়ি

প্রতিপালককে স্মরণ কর নিজ মনে সবিনয় ও ভীত অবস্থায় অনুচ্চস্বরে, সকাল

وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ

ওয়াল্ আ-স্বা-লি ওয়ালা- তাকুম্ মিনাল গা-ফিলীন। ২০৬। ইন্নাল্ লাযীনা 'ইন্দা রাব্বিকা

ও সন্ধ্যায়। আর উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (২০৬) নিশ্চয়ই যারা আপনার প্রতিপালকের

সিজদাহ ۩

لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ○

লা-ইয়াস্তাকবিরূনা 'আন 'ইবা-দাতিহী ওয়া ইউসাব্বিহূনাহূ ওয়া লাহূ ইয়াস্জুদূন।

নিকট রয়েছে, তারা ইবাদাত সম্পর্কে অহংকার করে না এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তাঁকে সিজদা করে।

সিজদাহ্ ০১ ২৪ ع ১৪ রুকু

সূরা আন্‌ফা-ল
মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৭৫
রুকূ ঃ ১০

① يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ

১। ইয়াস্‌আলূনাকা 'আনিল্ আন্‌ফা-ল ; কুলিল্ আন্‌ফা-লু লিল্লা-হি ওয়ার্ রাসূল, ফাত্তাকুল্লা-হা

(১) আপনাকে গনীমতের মালের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। বলুন, গনীমতের মাল আল্লাহ ও রাসূলের। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর,

وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

ওয়া আস্বলিহূ যা-তা বাইনিকুম, ওয়া আত্বী'উল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ~ইন্ কুন্তুম্ মু'মিনীন।

আর সংশোধন কর তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর যদি তোমরা মু'মিন হও।

② اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ

২। ইন্নামাল মু'মিনূনাল্ লাযীনা ইযা- যুকিরাল্লা-হু ওয়াজিলাত কুলূবুহুম ওয়া ইযা- তুলিয়াত

(২) নিশ্চয় মু'মিন তারাই, যখন তাদের সামনে আল্লাহর স্মরণ করা হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে যায় এবং যখন তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে

عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ

'আলাইহিম আ-ইয়া-তুহূ যা-দাত্‌হুম ঈমা-নাওঁ ওয়া 'আলা- রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালূন। ৩। আল্‌লাযীনা ইউক্বীমূনাস্

শুনানো হয়, তখন তা তাদের ঈমানকে আরো বৃদ্ধি করে এবং তারা নিজ প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। (৩) তারা যথাযথ সালাত

الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ

স্বালা-তা ওয়া মিম্মা- রাযাক্বনা-হুম ইউনফিক্বূন। ৪। উলা—ইকা হুমুল্ মু'মিনূনা হাক্কৃকা- ; লাহুম দারাজা-তুন

প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদেরকে আমি যা কিছু দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। (৪) তারাই প্রকৃত ঈমানদার, তাদের জন্য তাদের

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝ كَمَاۤ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ

'ইন্দা রাব্বিহিম ওয়া মাগ্‌ফিরাতুওঁ ওয়া রিয্‌ক্বুন কারীম। ৫। কামা~আখ্‌রাজাকা রাব্বুকা মিম্ বাইতিকা বিলহাক্কৃক্ব,

প্রতিপালকের নিকট রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা। (৫) যেরূপ, আপনার প্রতিপালক আপনাকে বের করেছিলেন নিজ গৃহ থেকে যথাযথভাবে

وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۝ يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا

ওয়া ইন্না ফারীক্বাম মিনাল মু'মিনীনা লাকা-রিহূন। ৬। ইউজা-দিলূনাকা ফিল হাক্কি বা'দা মা-

এবং মুসলমানদের একদল এটাকে অপছন্দ করেছিল। (৬) তারা আপনার সাথে তর্ক করতেছিল সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ হওয়ার পরেও,

تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝ وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ

তাবাইয়্যানা কাআন্নামা- ইউসা-কূনা ইলাল্ মাওতি ওয়া হুম্ ইয়ান্‌যুরূন। ৭। ওয়া ইয্ ইয়া'ইদুকুমুল্লা-হু

মনে হয় যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হচ্ছে; আর তারা তা দেখতেছে। (৭) স্মরণ কর, যখন আল্লাহ ওয়াদা করেন

اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ

ইহ্‌দাত্ব ত্বা—ইফাতাইনি আন্নাহা- লাকুম ওয়া তাওয়াদ্দূনা আন্না গাইরা যা-তিশ্ শাওকাতি তাকূনু

দুটি দলের মধ্যে একটি দল সম্পর্কে যে, সেটি তোমাদের আয়ত্তে এসে যাবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যে, অস্ত্রহীন কাফেলাটি তোমাদের

○ টীকা (আঃ ৬) ঃ আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কার কাফির বণিকদল দেশে ফিরতে ছিল। হুযূর (সা) ৩১৩ জন সাহাবী নিয়ে ওয়াদী-কোরাতে পৌছলেন। আবূ সুফিয়ান এটা টের পেয়ে মক্কায় সাহায্য চেয়ে পাঠাল। আবূ জাহ্‌ল ৯৫০ জন সৈন্য নিয়ে বদরে পৌছল, হুযূর (সা) সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাফেলা লুণ্ঠন করবে, না যুদ্ধ করবে? কেউ কেউ বলল, যুদ্ধের জন্য আমরা অপ্রস্তুত, কাফেলা লুণ্ঠন করাই ভাল। হুযূর (সা) নারায হলেন। প্রধান সাহাবীগণ যুদ্ধ করাই স্থির করলেন। অতঃপর হুযূর (সা) বদরের দিকে রওয়ানা হলেন। (মুঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৬) ঃ অর্থাৎ, হে মোহাম্মদ (সা)! জেহাদ ফরয বলে প্রকাশিত হওয়ার পর আপনার সঙ্গীরা জেহাদ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে মতভেদ করতেছিল। (মুঃ কোঃ)

لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝

লাকুম ওয়া ইউরীদুল্লা-হু আই ইউহিক্কাল হাক্কা বিকালিমা-তিহী ওয়া ইয়াক্বত্বা'আ দা-বিরাল কা-ফিরীন।

আয়ত্তে আসুক অথচ আল্লাহর এ ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর নির্দেশ দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে এবং কাফিরদের ভিত্তি উৎপাটন করতে।

۝٨ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝٩ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ

৮। লিইউহিক্কাল হাক্কা ওয়া ইউবত্বিলাল বা-ত্বিলা ওয়ালাও কারিহাল মুজ্বরিমূন। ৯। ইয্ তাস্‌তাগীছূনা

(৮) যাতে তিনি সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধীরা এটা অপছন্দ করে। (৯) স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের

رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝

রাব্বাকুম ফাস্‌তাজ্বা-বা লাকুম আন্নী মুমিদ্দুকুম্ বিআল্‌ফিম্ মিনাল মালা—ইকাতি মুরদিফীন।

প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করেছিলে, তিনি তোমাদের কথা শুনলেন, (বললেন) আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফিরিশতা দ্বারা সাহায্য করব যারা পরপর আসবে।

۝١٠ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ

১০। ওয়ামা- জ্বা'আলাহুল্লা-হু ইল্লা-বুশ্‌রা- ওয়া লিতাত্বমাইন্না বিহী ক্বুলূবুকুম, ওয়া মান্ নাস্বরু ইল্লা-মিন্

(১০) আল্লাহ এরূপ করেন কেবল সু-সংবাদ দেয়ার জন্য এবং তোমাদের অন্তরে সান্তনা দেয়ার জন্য। সাহায্য তো একমাত্র

عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝١١ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ ১ ع ১৫ রুকু

'ইন্দিল্লা-হ ; ইন্নাল্লা-হা 'আযীযুন হাকীম। ১১। ইয্ ইউগাশ্‌শীকুমুন্ নু'আ-সা আমানাতাম্ মিনহু ওয়া ইউনায্‌যিলু

আল্লাহর থেকেই আসে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১১) স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন তাঁর পক্ষ থেকে আরাম দেয়ার

عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ

'আলাইকুম মিনাস্ সামা—ই মা—আল্ লিইউত্বাহ্‌হিরাকুম্ বিহী ওয়া ইউয্‌হিবা 'আনকুম রিযজ্বাশ্ শাইত্বা-নি

জন্য এবং তোমাদের উপর আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, তোমাদেরকে তার দ্বারা পবিত্র করার জন্য এবং তোমাদের থেকে শয়তানী কুমন্ত্রণা দূর করার জন্য

وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝١٢ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى

ওয়া লিইয়ারবিত্বা 'আলা-ক্বুলূবিকুম ওয়া ইউছাব্বিতা বিহিল আক্বদা-ম। ১২। ইয্ ইউহী রাব্বুকা ইলাল

ও তোমাদের অন্তর সুদৃঢ় রাখার জন্য এবং তোমাদের দৃঢ়পদ রাখার জন্য। (১২) স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক

الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ

মালা—ইকাতি আন্নী মা'আকুম ফাছাব্বিতুল লাযীনা আ-মানূ ; সাউলক্বী ফী ক্বুলূবিল্‌লাযীনা

ফিরিশতাগণকে নির্দেশ প্রদান করেন, আমি তোমাদের সাথে আছি, তাই মুমিনদেরকে অবিচল রাখ। আমি শীঘ্রই সৃষ্টি করতেছি

○ টীকা (আঃ ১১) ঃ যুদ্ধের পূর্ব রাত্রিতে সাহাবীগণ আশঙ্কা করেছিলেন, আমাদের দিক বালুময় ভূমি, পা ডেবে যায়, এদিকে পানিও নেই। আল্লাহ্ সাহাবীদেরকে নিদ্রাচ্ছন্ন করে দিলেন। কতিপয় সাহাবীর স্বপ্নদোষ হল, তখনই বৃষ্টি বর্ষিত হল। সকলে পাক হওয়ার জন্য ও খাওয়ার জন্য পানি নিল। যমীনও শক্ত হল, পক্ষান্তরে কাফিরের দিক কর্দমাক্ত হয়ে গেল। (মুঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ১২) ঃ অর্থাৎ, আপনার সাহায্যার্থে প্রেরিত ফেরেশতাদেরকে আমি বলেছিলাম, "আমি তোমাদের সঙ্গে আছি", তোমরা মুসলমানদেরকে সাহস দাও। ফলে তারা মানবাকারে ঘুরে ঘুরে বলত, তোমাদের জন্য খোশখবর, তোমাদের জয় হবে, আল্লাহ্ তোমাদের সহায়, তোমরা সাহসের সাথে যুদ্ধ কর, শত্রু তোমাদের তুলনায় খুবই কম, তোমাদের জয় সুনিশ্চিত। (মুঃ কোঃ)

كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝

কাফারুর্ রু'বা ফাদ্বরিবূ ফাওক্বাল আ'না-ক্বি ওয়াদ্বরিবূ মিন্‌হুম কুল্‌লা বানা-ন।

কাফিরদের অন্তরে ভীতি, সুতরাং তোমরা কাফিরদের গর্দানে আঘাত কর, আর আঘাত কর প্রত্যেকটি আঙ্গুলের অগ্রভাগে।

۝١٣ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ

১৩। যা-লিকা বিআন্নাহুম শা—ক্কুল্লা-হা ওয়া রাসূলাহ, ওয়া মাই ইউশা-ক্বিক্বিল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ফাইন্না

(১৩) এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছে এবং যে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করে, নিশ্চয়

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝١٤ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ۝١٥ يَا أَيُّهَا

ল্লা-হা শাদীদুল্ 'ইক্বা-ব। ১৪। যা-লিকুম ফাযূক্বূহু ওয়া আন্না লিল্ কা-ফিরীনা 'আযা-বান্ না-র। ১৫। ইয়া~আইয়্যুহাল

আল্লাহ কঠিন শাস্তি প্রদানকারী। (১৪) সুতরাং এ শাস্তি উপভোগ কর এবং জেনে রেখ, কাফিরদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি (নির্ধারিত)। (১৫) হে ঈমানদারগণ!

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ۝١٦ وَمَن

লাযীনা আ-মানূ~ইযা- লাক্বীতুমুল্‌লাযীনা কাফারূ যাহ্‌ফান্ ফালা-তুওয়াল্‌লূহুমুল আদবা-র। ১৬। ওয়া মাই

যখন তোমরা কাফিরদের সাথে মুখোমুখি হবে, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। (১৬) আর যে

يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ

ইউওয়াল্লিহিম ইয়াওমাইযিন্ দুবুরাহূ~ইল্লা- মুতাহার্‌রিফাল্ লিক্বিতা-লিন আও মুতাহাইয়্যিযান্ ইলা-ফিআতিন্ ফাক্বাদ্ বা—আ

সেদিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন অথবা স্বীয় দলে আশ্রয় নেয়া ব্যতীত, সে আল্লাহর ক্রোধে পতিত হবে

بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝١٧ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ

বিগাদ্বাবিম্ মিনাল্লা-হি ওয়া মা'ওয়া-হু জ্বাহান্নাম ; ওয়াবি'সাল মাস্বীর। ১৭। ফালাম তাক্বতুলূহুম ওয়ালা- কিন্নাল্লা-হা

এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম আর তা হচ্ছে কতইনা গন্তব্য। (১৭) তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহ তাদেরকে

قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ

ক্বাতালাহুম, ওয়ামা- রামাইতা ইয্ রামাইতা ওয়ালা-কিন্নাল্লা-হা রামা-, ওয়ালি ইউব্‌লিয়াল্ মু'মিনীনা মিন্‌হু

হত্যা করেছেন আর যখন আপনি (বালু) নিক্ষেপ করেছিলেন তা আপনি নিক্ষেপ করেন নি, বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন, যাতে তিনি মুমিনগণকে তাঁর

بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝١٨ ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ۝

বালা—আন হাসানা- ; ইন্নাল্লা-হা সামী'উন্ 'আলীম। ১৮। যা-লিকুম ওয়া আন্নাল্লা-হা মূহিনু কাইদিল কা-ফিরীন।

থেকে উত্তম বিনিময় দান করতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (১৮) এভাবে নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের ষড়যন্ত্র ধ্বংসকারী।

○ টীকা (আঃ ১৫) ঃ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় নির্দেশ ছিল একজন মুসলমান দশ জন কাফিরের মুকাবেলা করবে। দশগুণের সম্মুখ হতে পলায়ন করা হারাম ছিল। বর্তমানে নির্দেশ এই যে, দ্বিগুণ কাফিরের মুকাবেলা হতে পলায়ন করা হারাম। (মুঃ কোঃ)

○ শানে নুযুল (আঃ ১৬) ঃ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া মাত্র কাফিররা এক সঙ্গে আক্রমণ করল, তখন হুযূর (সা) জিবরায়ীল (আ)-এর নির্দেশে এক মুষ্টি বালু কাফিরদের প্রতি নিক্ষেপ করেন, কাফিরদের চোখে মুখে ঐ বালু পড়তেই তারা বেশামাল হয়ে পড়ল। যুদ্ধে কাফিরদের ৭০ ব্যক্তি নিহত ও ৭০ ব্যক্তি বন্দী হল। যুদ্ধশেষে মুসলমানরা পরস্পর মৃত ও মৃতের হন্তা সম্বন্ধে বলাবলি করতে লাগলে এই আয়াতটি নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ)

﴿١٩﴾ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ۖ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن

১৯। ইন্ তাস্তাফ্‌তিহূ ফাক্বাদ্ জ্বা—আকুমুল ফাত্‌হু, ওয়া ইন্ তান্‌তাহূ ফাহুওয়া খাইরুল্ লাকুম, ওয়া ইন্

(১৯) যদি তোমরা ফয়সালা চাও; তবে ফয়সালা তোমাদের কাছে এসে গেছে। আর যদি তোমরা বিরত হও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর যদি

تَعُودُوا نَعُدْ ۖ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ

তা'উদূ না'উদ্, ওয়া লান্ তুগ্‌নিয়া 'আন্‌কুম ফিআতুকুম শাইআওঁ ওয়ালাও কাছুরাত ওয়া আন্নাল্লা-হা মা'আল্

তোমরা পুনরায় তাই কর, তবে আমিও পুনরায় করব। আর তোমাদের দল তোমাদের কোনই কাজে আসবে না যদিও তা সংখ্যায় অধিক হয় এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ ع ২ ৯ ১৬ রুকূ

মু'মিনীন। ২০। ইয়া~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~আত্বী'উল্লা-হা ওয়া রাসূলাহূ ওয়ালা-তাওয়াল্লাও 'আন্‌হু ওয়া আন্তুম

মুমিনগণের সাথে আছেন। (২০) হে ঈমানদারগণ! অনুসরণ কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং তাদের থেকে মুখ ফিরে থেক না, অথচ

تَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ

তাস্‌মা'উন। ২১। ওয়ালা-তাকূনূ কাল্লাযীনা ক্বা-লূ সামি'না- ওয়া হুম লা-ইয়াস্‌মা'উন। ২২। ইন্না

তোমরা শ্রবণ করছ। (২১) তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা বলে; "আমরা শুনেছি" অথচ তারা শোনেনা। (২২) নিশ্চয়

شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ

শাররাদ্ দাওয়া—ব্বি 'ইন্দাল্লা-হিস্ব স্বুম্মুল্ বুকমুল্ লাযীনা লা-ইয়া'ক্বিলূন। ২৩। ওয়া লাও 'আলিমাল্লা-হু

আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব তারা, যারা (দ্বীনের ব্যাপারে) বধির, বোবা এবং যারা কিছুই বুঝে না। (২৩) যদি আল্লাহ তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ দেখতেন,

فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

ফীহিম খাইরাল্ লাআস্‌মা'আহুম ; ওয়া লাও আস্‌মা'আহুম লাতাওয়াল্লাও ওয়াহুম্ মু'রিদ্বূন। ২৪। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা

তবে তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন। যদি তাদেরকে তিনি শোনাতেনও, তবে তারা উপেক্ষা করে ফিরে যেত। (২৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা

آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

আ-মানুস্ তাজ্বীবূ লিল্লা-হি ওয়া লিররাসূলি ইযা- দা'আ-কুম লিমা-ইউহ্‌য়ীকুম, ওয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা

আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন রাসূল তোমাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি ডাকে যা তোমাদের জীবন সঞ্চারক। আর তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ

يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٥﴾ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ

ইয়াহ্‌ূলু বাইনাল্ মার্‌ই ওয়া ক্বাল্‌বিহী ওয়া আন্নাহূ~ইলাইহি তুহ্‌শারূন। ২৫। ওয়াত্তাক্বূ ফিত্‌নাতাল লা-তুস্বীবান্নাল্

মানুষ এবং তার আত্মার মাঝখানে আড়াল হয়ে থাকেন এবং তার নিকটই সকলকে একত্রিত হতে হবে। (২৫) তোমরা এমন বিপদ থেকে বেঁচে থাক যা শুধু

✪ শানে নুযূল (আঃ ১৯) ঃ যুদ্ধে যাত্রাকালে আবু জাহাল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কাবাঘরে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করল, হে খোদা! সত্যকে জয়ী এবং অসত্যকে পরাজিত করো। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (মুঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ২৫) ঃ অর্থাৎ, আল্লাহর হুকুম পালনে বিলম্ব করোনা। হয়ত একটু পরে মনের এই অবস্থা থাকবে না। মনের উপর মানুষের কোন হাত নেই, সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। তিনি এটাকে যেদিকে ইচ্ছা ঘুরাতে পারেন। অবশ্য প্রথমেই তিনি ফিরান না, কিংবা মনের উপর মোহর মারেন না, তবে মানুষ আল্লাহর আদেশ পালনে শিথিলতা করতে থাকলে উহার প্রতিফলস্বরূপ তিনি মনকে বিপথের দিকে ফিরান এবং নাফরমানীতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে তখন মোহরই তিনি মেরে দেন। (মুঃ কোঃ)

الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٦﴾ وَاذْكُرُوا

লাযীনা যালামূ মিন্‌কুম খা—স্বস্বাহ, ওয়া'লামূ~আন্নাল্লা-হা শাদীদুল 'ইক্বা-ব্। ২৬। ওয়ায্‌কুরূ~
তাদের উপরই পতিত হবে না, যারা তোমাদের মধ্যে অত্যাচারী। জেনে রাখ, আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা। (২৬) আর স্মরণ কর!

إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ

ইয্ আন্‌তুম ক্বালীলুম্ মুস্‌তাদ্ব'আফূনা ফিল্ আরদ্বি তাখা-ফূনা আঁই ইয়াতাখাত্ত্বাফাকুমুন্ না-সু
যখন পৃথিবীতে তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, তোমাদেরকে দুর্বল হিসেবে গণনা করা হতো, তোমরা এ ভয় করতে যে, তোমাদেরকে লোকেরা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

ফাআ-ওয়া-কুম ওয়া আইয়্যাদাকুম্ বিনাস্বরিহী ওয়া রাযাক্বাকুম্ মিনাত্ব ত্বাইয়্যিবা-তি লা'আল্লাকুম তাশ্‌কুরূন।
অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে আশ্রয় দেন এবং নিজ সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদেরকে উত্তম খাদ্য দান করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

﴿٢٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ

২৭। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তাখূনুল্লা-হা ওয়ার্ রাসূলা ওয়া তাখূনূ~আমা-না-তিকুম
(২৭) হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনে-শুনে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং তোমাদের পরস্পরের

وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ

ওয়া আন্তুম তা'লামূন। ২৮। ওয়া'লামূ~আন্নামা~আম্‌ওয়া-লুকুম ওয়া আওলা-দুকুম ফিত্‌নাতুঁও ওয়া আন্নাল্লা-হা
আমানতেরও খেয়ানত করোনা। (২৮) জেনে রাখ যে, তোমাদের সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ।

৩ ع ১৭ রুকু
عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ

'ইন্দাহূ~আজ্‌রুন 'আয্বীম। ২৯। ইয়া~আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ~ইন্ তাত্তাকুল্লা-হা ইয়াজ্'আল্ লাকুম
মূলতঃ আল্লাহর নিকটে রয়েছে মহা প্রতিদান। (২৯) হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে

فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

ফুরক্বা-নাওঁ ওয়া ইউকাফ্‌ফির 'আন্‌কুম সাইয়্যিআ-তিকুম ওয়া ইয়াগ্‌ফির লাকুম ; ওয়াল্লা-হু যুল্ ফাদ্বলিল্ 'আয্বীম।
ফয়সালার শক্তি দান করবেন এবং তোমাদের গুনাহ দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, আল্লাহ মহা করুণাময়।

﴿٣٠﴾ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ

৩০। ওয়া ইয্ ইয়াম্‌কুরু বিকাল্ লাযীনা কাফারূ লিইউছ্‌বিতূকা আও ইয়াক্বতুলূকা আও ইউখরিজূক ;
(৩০) স্মরণ করুন, যখন কাফিরেরা আপনার ব্যাপারে চক্রান্ত করে যে, আপনাকে বন্দী করবে অথবা আপনাকে হত্যা করবে অথবা আপনাকে নির্বাসিত করবে,

○ শানে নুযূল (আঃ ২৭) ঃ কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারের খবর বাইরে প্রকাশ করত। মুনাফেকরা জানতে পেরে কাফিরদেরকে সাবধান করে দিত। এসম্বন্ধে এ আয়াতটি নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ) **○ টীকা (আঃ ৩০) ঃ** والله خير الماكرين ঃ (আল্লাহ সর্বোত্তম কৌশলী) মক্কার কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তনুযায়ী একদল যুবক রাসূলুল্লাহর (স) ঘরের বাইরে তাঁকে হত্যা করার জন্য অপেক্ষা করছিল। আল্লাহ তায়ালা তা রাসূলকে জানিয়ে দিলেন। তিনি এক মুঠো বালি নিক্ষেপ করতঃ ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন। যুবকরা রাসূল (সা)-কে মোটেই দেখতে পেল না। শেষ পর্যন্ত তিনি "সাওর" পাহাড়ে পৌঁছলেন। কাফিরদের মোকাবিলায় এটা ছিল আল্লাহর কৌশল। এর চেয়ে উত্তম কৌশলী আর কে হতে পারে?

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۖ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِينَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا

ওয়া ইয়ামকুরূনা ওয়া ইয়ামকুরুল্লা-হ ; ওয়াল্লা-হু খাইরুল মা-কিরীন। ৩১। ওয়া ইযা- তুত্‌লা- 'আলাইহিম আ-ইয়া-তুনা-

তারা চক্রান্ত করে আর আল্লাহও কৌশল করেন এবং আল্লাহই সর্বোত্তম কৌশলী। (৩১) যখন তাদের সামনে আমার আয়াত পাঠ করা হয়,

قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا ۙ إِنْ هٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾

ক্বা-লূ ক্বাদ সামি'না- লাও নাশা—উ লাক্বুল্না- মিছ্‌লা হা-যা~ইন্ হা-যা ~ইল্লা~আসা-তীরুল আওওয়ালীন।

তখন তারা বলে, "নিশ্চয়ই আমরা শুনেছি" যদি আমরা ইচ্ছা করি তবে অনুরূপ আমরাও বলতে পারি। এটাতো শুধু পূর্ববর্তীদের ভিত্তিহীন কাহিনী।

وَإِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً

৩২। ওয়া ইয্ ক্বা-লুল্লা-হুম্মা ইন্ কা-না হা-যা- হুওয়াল হাক্কা মিন্ 'ইন্দিকা ফাআমত্বির 'আলাইনা- হিজ্বারাতাম্

(৩২) আর যখন তারা বলল, হে আল্লাহ! যদি এগুলো তোমার তরফ থেকে সত্য দ্বীন হয়, তবে আমাদের উপর বর্ষণ কর,

مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ

মিনাস্ সামা—ই আওয়িতিনা- বি'আযা-বিন আলীম। ৩৩। ওয়ামা- কা-নাল্লা-হু লিইউ'আযযিবাহুম ওয়া আন্তা ফীহিম ;

আসমান থেকে পাথর অথবা আমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি দাও। (৩৩) আল্লাহ এরূপ নন যে, তাদেরকে শাস্তি দিবেন এমনাবস্থায় যে আপনি তাদের মধ্যে বর্তমান

وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ

ওয়ামা-কা-নাল্লা-হু মু'আযযিবাহুম ওয়া হুম ইয়াস্তাগ্‌ফিরূন। ৩৪। ওয়ামা-লাহুম আল্লা-ইউ'আযযিবাহুমুল্লা-হু

এবং আল্লাহ এরূপও নন যে, তাদেরকে শাস্তি দিবেন এমতাবস্থায় যে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে (৩৪) তাদের কি দাবী আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না?

وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ

ওয়া হুম ইয়াস্বুদ্দূনা 'আনিল্ মাস্‌জ্বিদিল হারা-মি ওয়ামা- কা-নূ~আওলিয়া—আহ ; ইন আওলিয়া—উহূ~

অথচ তারা মসজিদে হারামে যেতে লোকদেরকে বিরত রাখে, কিন্তু তারা এর যিম্মাদার নয়, শুধু পরহেজগারগণই

إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ

ইল্লাল্ মুত্তাকূনা ওয়ালা-কিন্না আক্‌ছারাহুম লা-ইয়া'লামূন। ৩৫। ওয়ামা- কা-না স্বালা-তুহুম 'ইন্দাল বাইতি

এর যিম্মাদার। কিন্তু তাদের অধিকাংশরাই তা জানে না। (৩৫) কা'বা ঘরের নিকট তাদের সালাত ছিল শুধু শিস দেয়া,

إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ

ইল্লা- মুকা—আওঁ ওয়া তাস্বদিইয়াহ ; ফাযূকুল 'আযা-বা বিমা- কুন্তুম তাকফুরূন। ৩৬। ইন্নাল্ লাযীনা

আর কর তালি দেয়া। সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর, তোমাদের কুফরীর কারণে। (৩৬) নিশ্চয় যারা

○ শানে নুযূল (আঃ ৩১) ঃ নাযার ইবনে হারেস বাণিজ্য করবার জন্য পারস্য দেশে গিয়েছিল। তথা হতে রুস্তম ও ইস্ফেন্দিয়ারের কিস্‌সার বই খরিদ করে এনে আরবী ভাষায় অনুবাদ করল এবং বলল যে, এই কিস্‌সাটি মোহাম্মদ (সা) কর্তৃক বর্ণিত কিস্‌সাসমূহ হতে অধিক মধুর। এ সম্বন্ধে এই আয়াতটি নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩৪) ঃ হযরত আলী (রা) বলেছেন, দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হওয়ার প্রতিবন্ধক ছিল দু'টি। (১) রাসূলুল্লাহর অস্তিত্ব (২) এস্তেগ্‌ফার, শেষটি মাত্র এখনো আছে। (মুঃ কোঃ) ○ শানে নুযূল (আঃ ৩৬) ঃ বদরের যুদ্ধে যোগদানের জন্য কাফিররা মক্কা হতে বাইর হলে বারজন নেতৃস্থানীয় কাফির, সৈন্যদলের খাদ্য সরবরাহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করল। তারা প্রত্যেকে নিজের নির্দিষ্ট দিনে দশটি উট যবেহ্ করে সেনাদলকে খাওয়াত। তৎসম্বন্ধে এ আয়াতটি নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ)

كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ

কাফারূ ইউন্‌ফিকূনা আমওয়া-লাহুম লিয়াস্বুদ্দূ 'আন্ সাবীলিল্লা-হ ; ফাসাইয়ুন্‌ফিকূনাহা- ছুম্মা
কাফির তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর রাস্তা থেকে (লোকদেরকে) বিরত রাখার জন্য। তারা আরও সম্পদ ব্যয় করতে থাকবে, অতঃপর

تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ؕ۬ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ۙ

তাকূনু 'আলাইহিম হ্বাস্‌রাতান ছুম্মা ইউগ্‌লাবূন ; ওয়াল্‌লাযীনা কাফারূ~ইলা- জ্বাহান্নামা ইউহ্বশারূন।
তা তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে। অতঃপর তারা পরাজিত হবে। আর যারা কাফির, তাদেরকে জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে।

٣٧ لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ

৩৭। লিয়ামীযাল্লা-হুল খাবীছা মিনাত্ব ত্বাইয়্যিবি ওয়া ইয়াজ্ব'আলাল্ খাবীছা বা'দ্বাহূ 'আলা- বা'দ্বিন্
(৩৭) যাতে আল্লাহ নিকৃষ্টকে ভাল থেকে আলাদা করেন এবং নিকৃষ্টদেরকে একে অপরের সাথে মিলিয়ে দেন।

৪ ع(৯) ১৮ রুকু

فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ٣٨ قُلْ

ফাইয়ার্‌কুমাহূ জ্বামী'আন্ ফাইয়াজ্ব'আলাহূ ফী জ্বাহান্নাম ; উলা—ইকা হুমুল খা-সিরূন। ৩৮। কুল্
অতঃপর তাদের সকলকে জড়ো করে জাহান্নামে ফেলে দেন। আর এরাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৩৮) আপনি বলুন,

لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا

লিল্ লাযীনা কাফারূ ইঁইয়ান্‌তাহূ ইউগ্‌ফার্ লাহুম্ মা-ক্বাদ্ সালাফ, ওয়া ইঁয় ইয়া'উদূ
কাফিরদেরকে যদি তারা (কুফরী থেকে) বিরত থাকে, তবে তাদের পূর্বের সকল কিছু ক্ষমা করা হবে। কিন্তু তারা যদি (কুফরী কাজে)

فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ٣٩ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ

ফাক্বাদ্ মাদ্বাত্ সুন্নাতুল্ আওওয়ালীন। ৩৯। ওয়া ক্বা-তিলূহুম হ্বাত্তা-লা- তাকূনা ফিত্‌নাতুওঁ
পুনরাবৃত্তি করে, তবে পূর্ববর্তীগণের রীতি তো নির্ধারিত আছে। (৩৯) এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না ফিতনা

وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

ওয়া ইয়াকূনাদ্‌দীনু কুল্‌লুহূ লিল্লা-হ, ফাইনিন্‌তাহাও ফাইন্নাল্লা-হা বিমা- ইয়া'মালূনা বাস্বীর।
বিদূরীত হয় এবং সর্বত্র আল্লাহর দ্বীন কায়েম হয়, আর যদি তারা বিরত থাকে তবে নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে আল্লাহ তার সর্বদ্রষ্টা।

٤٠ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ؕ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

৪০। ওয়া ইন্ তাওয়াল্লাও ফা'লামূ~আন্নাল্লা-হা মাওলা-কুম ; নি'মাল্ মাওলা- ওয়া নি'মান নাস্বীর।
(৪০) আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক। তিনি অতি উত্তম বন্ধু এবং অতি উত্তম সাহায্যকারী।

○ টীকা (আঃ ৩৮) ঃ অর্থাৎ, দুনিয়াতে তারা ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়েছে এবং আখেরাতে তারা আযাব ভোগ করবে। তোমাদের বেলায়ও সেই নিয়মই চলবে। বস্তুতঃ আরবের কাফিরদের বেলায় দুনিয়ার শাস্তি শুধু হত্যা, অন্য কোন বিধান নেই। কিন্তু বহিরাগত কাফিরদের বেলায় 'যিম্মী' বানিয়ে রাখারও বিধান আছে। যিম্মীরূপে জীবন-যাপন করাও জাতীয় স্বাধীন সত্ত্বার পক্ষে ধ্বংস প্রাপ্তিই বটে। (বঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ৩৯) ঃ আজন্ম কাফির এবং মুরতাদ উভয়েরই এই ওয়াদা। এই ওয়াদা কেবল খোদার হক্ক সম্বন্ধেই করা হয়েছে।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৩৯) ঃ فتنة ফিতনা দ্বারা শিরক বুঝানো হয়েছে।